শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গীতা শিক্ষার বিস্তৃতি
মানবতাবোধ আর সম্প্রীতি

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক
প্রকল্পের শেরপুর জেলার একটি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক কেন্দ্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন

(প্রকল্পের কারিকুলাম কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত)

কারিকুলাম কমিটি : ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ
ড. কৃষ্ণেন্দু কুমার পাল
মোঃ রফিকুল ইসলাম
নিত্য প্রকাশ বিশ্বাস
মোঃ মনির হোসেন মজুমদার
অসীম চৌধুরী
মোছাঃ নার্গিস আক্তার
মোঃ নুরুজ্জামান
প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস
কাকলী রানী মজুমদার

সম্পাদনা : মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়,
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায় : শ্রী মদন চক্রবর্তী, উপ প্রকল্প পরিচালক (মাঠসেবা)
শ্রী নিত্যজিৎ মজুমদার, শ্রী মিন্টু কুমার দত্ত,
শ্রী কিশোর কুমার মন্ডল, সহকারী প্রকল্প পরিচালক
শ্রী সমীর কুমার বিশ্বাস, এমটি, মশিগশি

গ্রন্থস্বত্ব : মশিগশি প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত
মুদ্রণ সংখ্যা : ৭৪,৫০০ কপি
প্রথম প্রকাশকাল : মে, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
ষষ্ঠ প্রকাশকাল : অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : কন্যাজী প্রেস এন্ড পাবলিকেশন
১০১, মাহুতটুলি দক্ষিণ পাড়া, মোহাম্মদপুর, কেরানী, ঢাকা-১৩৬২।

মুখবন্ধ

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর মাঝে সাধারণ পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি ধর্মীয় নীতি ও আদর্শ সমন্বিত পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে সমৃদ্ধশালী শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন জাতি গঠনে যুগোপযোগী ভূমিকা পালন করছে। দেশের সর্বত্র এ সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয় শিষ্টাচার, নীতিবোধ ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে 'ধর্মীয় শিক্ষা শিশু' ও 'ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক' কার্যক্রম। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের মর্মবাণী, নিত্যকর্ম, প্রার্থনা, উপদেশমূলক উপাখ্যান এবং মহাপুরুষগণের জীবনী ও শিক্ষা উপলব্ধিতে এনে একটি শোষণমুক্ত, প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থায় সনাতন ধর্মীয় নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কাঠামো না থাকায় ধর্মীয় শিক্ষার প্রকৃত অনুশীলনের ক্ষেত্রে মানুষের বাসনাকে পরিপূর্ণ রূপ দিতেই প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ধর্মীয় শিক্ষা কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। 'ধর্মীয় শিক্ষা শিশু' ও 'ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক' উভয় স্তরের পাঠ্যক্রমে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন বইটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। অধিকাংশ ব্যক্তির নিকট সংস্কৃত ভাষা বোধগম্য না হওয়ায় গীতাচর্চার বিষয়টি অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন। এ সত্যকে উপলব্ধি করেই প্রকল্পের ধর্মীয় শিক্ষা কার্যক্রমে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন'। সমগ্র গীতার ১৮টি অধ্যায়ের ৭০০টি শ্লোকের মধ্য থেকে সর্বমোট ৬০টি শ্লোককে এ সংকলনে নির্বাচন করা

হয়েছে। 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন' বইটিতে ৬০টি মূল শ্লোকের প্রতিটির সংস্কৃত উচ্চারণ এবং পদ্য ছন্দে ও গদ্যে সরলার্থ তুলে ধরা হয়েছে। প্রকল্পের ধর্মীয় শিক্ষার্থীর বয়স, মানসিকতা এবং শ্লোকের বিষয়বস্তুকে প্রাধান্য দিয়ে সহজতর উপায়ে পাঠকের কাছে উপযোগী করে তুলে ধরার অভিপ্রায় থেকেই এ প্রকাশনাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন' প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক বই হিসেবে ফলপ্রসূ হবে এ আমার বিশ্বাস। শুধু তাই নয়, অন্যান্য সাধারণ পাঠকেরও এ বইটি বিশেষভাবে কাজে লাগবে বলেই আমি মনে করি। 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন' বইটি প্রণয়নে কারিকুলাম কমিটিসহ প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ও অন্যান্য সুধীজন যারা বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়ে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন। বইটির বর্তমান মুদ্রণে কোন অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণজনিত ত্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার আহবান জানাচ্ছি এবং পরবর্তী মুদ্রণে তা সংশোধনেরও প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

পরিশেষে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আলোকে সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীকে আলোকিত করতে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন' বইটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ
যুগ্মসচিব
প্রকল্প পরিচালক
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন

সূচিপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	মানব জীবনে গীতার সার্থকতা	১-৪
২	ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র (শিশু ও বয়স্ক স্তর) পরিচালনার উদ্দেশ্য	৫
৩	ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রের শিখনফল	৬-৭
৪	ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠদানের সময়, পাঠদানকালে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের করণীয়	৮-৯
৫	সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ বিধি	১০-১২
৬	সামাজিক অনুষ্ঠানে গীতা পাঠের নমুনা	১৩
৭	প্রথম অধ্যায়ঃ অর্জুন বিষাদ-যোগ (শ্লোক নং-১)	১৪
৮	দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সাংখযোগ (শ্লোক নং-৩)	১৫
৯	দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সাংখ্যযোগ (শ্লোক নং-৭)	১৬
১০	দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সাংখ্যযোগ (শ্লোক নং-১৩)	১৭
১১	দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সাংখ্যযোগ (শ্লোক নং-২২)	১৮
১২	দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সাংখ্যযোগ (শ্লোক নং-৪০)	১৯
১৩	দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সাংখ্যযোগ (শ্লোক নং-৪৭)	২০
১৪	তৃতীয় অধ্যায়ঃ কর্মযোগ (শ্লোক নং-১৩)	২১
১৫	তৃতীয় অধ্যায়ঃ কর্মযোগ (শ্লোক নং-২১)	২২
১৬	তৃতীয় অধ্যায়ঃ কর্মযোগ (শ্লোক নং-৩৫)	২৩

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১৭	তৃতীয় অধ্যায়: কর্মযোগ (শ্লোক নং-৩৭)	২৪
১৮	চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-৭)	২৫
১৯	চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-৮)	২৬
২০	চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-৯)	২৭
২১	চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-১১)	২৮
২২	চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-১৩)	২৯
২৩	চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-৩৪)	৩০
২৪	চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-৩৮)	৩১
২৫	চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-৩৯)	৩২
২৬	পঞ্চম অধ্যায়: কর্মসন্ন্যাস যোগ (শ্লোক নং-১৮)	৩৩
২৭	পঞ্চম অধ্যায়: কর্মসন্ন্যাস যোগ (শ্লোক নং-২৫)	৩৪
২৮	ষষ্ঠ অধ্যায়: অভ্যাসযোগ (শ্লোক নং-১৭)	৩৫
২৯	ষষ্ঠ অধ্যায়: অভ্যাসযোগ (শ্লোক নং-৩৫)	৩৬
৩০	সপ্তম অধ্যায়: জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ (শ্লোক নং-১৪)	৩৭
৩১	সপ্তম অধ্যায়: জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ (শ্লোক নং-১৫)	৩৮
৩২	সপ্তম অধ্যায়: জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ (শ্লোক নং-১৯)	৩৯
৩৩	অষ্টম অধ্যায়: অক্ষরব্রহ্ম-যোগ (শ্লোক নং-৫)	৪০
৩৪	অষ্টম অধ্যায়: অক্ষরব্রহ্ম-যোগ (শ্লোক নং-১৬)	৪১
৩৫	নবম অধ্যায়: রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগ (শ্লোক নং-১৪)	৪২

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৩৬	নবম অধ্যায়: রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগ (শ্লোক নং-২২)	৪৩
৩৭	নবম অধ্যায়: রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগ (শ্লোক নং-২৬)	৪৪
৩৮	নবম অধ্যায়: রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগ (শ্লোক নং-৩৪)	৪৫
৩৯	দশম অধ্যায়: বিভূতি-যোগ (শ্লোক নং-৮)	৪৬
৪০	দশম অধ্যায়: বিভূতি-যোগ (শ্লোক নং-১০)	৪৭
৪১	একাদশ অধ্যায়: বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ (শ্লোক নং-১৮)	৪৮
৪২	একাদশ অধ্যায়: বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ (শ্লোক নং-৩৮)	৪৯
৪৩	দ্বাদশ অধ্যায়: ভক্তিযোগ (শ্লোক নং-৫)	৫০
৪৪	দ্বাদশ অধ্যায়: ভক্তিযোগ (শ্লোক নং-১৬)	৫১
৪৫	দ্বাদশ অধ্যায়: ভক্তিযোগ (শ্লোক নং-২০)	৫২
৪৬	ত্রয়োদশ অধ্যায়: ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগ (শ্লোক নং ৮-১২)	৫৩-৫৪
৪৭	ত্রয়োদশ অধ্যায়: ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগ (শ্লোক নং-১৩)	৫৫
৪৮	চর্তুদশ অধ্যায়: গুণত্রয়-বিভাগযোগ (শ্লোক নং-২৭)	৫৬
৪৯	পঞ্চদশ অধ্যায়: পুরুষোত্তম-যোগ (শ্লোক নং-১)	৫৭
৫০	পঞ্চদশ অধ্যায়: পুরুষোত্তম-যোগ (শ্লোক নং-৭)	৫৮
৫১	ষোড়শ অধ্যায়: দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগযোগ (শ্লোক নং ১-৩)	৫৯-৬০
৫২	ষোড়শ অধ্যায়: দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগযোগ (শ্লোক নং-২১)	৬১
৫৩	সপ্তদশ অধ্যায়: শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ (শ্লোক নং-২৩)	৬২
৫৪	অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৪২)	৬৩

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৫৫	অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৪৭)	৬৪
৫৬	অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৬১)	৬৫
৫৭	অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৬৫)	৬৬
৫৮	অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৬৬)	৬৭
৫৯	অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৭৩)	৬৮
৬০	অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৭৮)	৬৯
৬১	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর	৭০-৯২
৬২	মঙ্গলাচরণ (পরিশিষ্ট-১)	৯৩-৯৪
৬৩	বাণী সংকলন (পরিশিষ্ট-২)	৯৫-৯৯
৬৪	আসন (পরিশিষ্ট-৩)	১০০
৬৫	নিত্যকর্মের প্রয়োজনীয় মন্ত্রসমূহ (পরিশিষ্ট-৪)	১০১-১১১
৬৬	বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রনাম মন্ত্র (পরিশিষ্ট-৫)	১১২-১১৩
৬৭	মহাভারতে বংশ পরম্পরা (আংশিক)	১১৪

মানব জীবনে গীতার সার্থকতা

ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

(শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধবলী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-২০৯ থেকে সংকলিত)

গীতার জন্ম একটি ছোট্ট ঘটনার মধ্যে। একটা অ্যাক্সিডেন্ট থেকে গীতার জন্ম হয়ে গেল। মাঠের মধ্যে যুদ্ধের জন্যে দু'পক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। গীতার জন্ম হয়ে যাচ্ছে।

বেঁচে থাকতে গেলে স্ট্রাগল্ করতে হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস নিতেও ভেতরে প্রতিনিয়ত একটা যুদ্ধ। যুদ্ধটা একটা কর্তব্য। ক্ষত্রিয়ের কাজ, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হ'ল যুদ্ধ। অর্জুনের মধ্যে সেই কর্তব্য-সেই ধর্ম আছে, আবার একটা দ্বন্দ্বও আছে, কনফ্লিক্ট আছে। একদিকে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হ'ল যুদ্ধ, আরেকটা জিনিস হ'ল আত্মীয় স্বজনের প্রতি অর্জুনের ভালোবাসা। এই দু'য়ের দ্বন্দ্ব অর্জুনের। এই সমস্যার কথা ভাবতে অর্জুনের গলা শুকিয়ে গেল, শরীর হিম হয়ে গেল। অর্জুনের মধ্যে আছে একটা পলিটিক্যাল ভ্যালু, অন্যটি ডোমেস্টিক ভ্যালু। জীবনের জন্য সুখ চাই, স্বাস্থ্য চাই, খেলাধূলা চাই, সম্প্রীতি চাই, বাক্-স্বাধীনতা চাই, ইত্যাদি কয়েকটি জিনিস চাই। কিন্তু আমরা সব পাই না। স্বাস্থ্য একটা সম্পদ, বিদ্যাও একটা সম্পদ। স্বাস্থ্য ভেঙে যাওয়ায় বিদ্যা পেলাম না। আবার বিদ্যার যোগ্যতা ছিল, কিন্তু অর্থ নাই। এভাবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটা দ্বন্দ্ব-কনফ্লিক্ট লেগে আছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'ল কিন্তু দেশ বিভাগ হয়ে যে ব্লাডার হ'ল, তার জন্যে দুঃখ ৪০ বছর ধরে ভোগ করছি।

এমনকি তার জন্যে শতাব্দীও কেটে যেতে পারে। আমরা স্বাধীনতা এবং দেশের অখণ্ডতার দ্বন্দ্বে হেরে গেলাম। এরকম জীবনের দ্বন্দ্ব অর্জুনের সামনে। মানুষের জীবনে প্রতিনিয়ত এই দ্বন্দ্ব। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব-দুঃখের মধ্যে একটা উপায় আছে। দ্বন্দ্বে দুঃখে মানুষ যখন বিভ্রান্ত তখন উপায় বলে দিতে পারে একমাত্র সারথি। অর্জুনের দ্বন্দ্বে উপায় সারথি। আমি আমার ইচ্ছায় চলি না। একটা নির্ভরতা করতে হয়। একটা গাইড্ আছে জীবনে, সে উপদেশ দেয়। মন্দ কাজ করতে গেলে বিবেক বাধা দেয়। এই বিবেকই গাইড্। এই বিবেকই সারথি। অর্জুনের রথের যে সারথি তিনি গাইড্, তিনিই বিবেক। পার্থসারথি অর্জুনকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে অর্জুন যেখানে সারেন্ডার্ করছেন, সেখানে শুরু হ'ল সারথির উপদেশ। জীবন সঙ্কট থেকে রক্ষা পাই কি করে, তার সমাধান দিচ্ছেন সারথি। তারই জন্যে ছোট্ট একটা ঘটনা, মাঠের মধ্যে একটা যুদ্ধ এবং যুদ্ধের মধ্যে জীবন-সঙ্কটের মধ্যে গীতা।

প্রশ্ন আসে: গীতা আমাদের জীবনে কী দিতে পারে? জীবনে কর্ম করতে হয়। কর্ম না করে থাকবার কোন উপায় নেই। কর্ম থেকে দূরে থাকা যায় না, পালানো যায় না। একটু ক্ষণও কর্ম না করে থাকা যায় না। কর্ম করতে গেলে কিন্তু দুটি জিনিস আছে। একটা কর্ম ফলাকাঙ্ক্ষা। সকলেরই আছে সেটা। পরীক্ষা দিলে ফল কে না আশা করে? কিন্তু এটাই- এই ফলাকাঙ্ক্ষাই কর্মের একটা দোষ। আসলে কর্তব্যই কর্তব্যের লক্ষ্য।

কর্মের পর যদি ভাবা যায়, তারপর কী হবে, এই ভাবে ভাবতে ভাবতে শেষ আর হয় না। কর্মের দুটো বিষ দাঁত। একটি এই আকাঙ্ক্ষা, আর একটি অহংকার। সফল হলেই আসে আমিত্ববোধ। আমি এই করেছি- এই ভাবেই আসে অহংকার। কিন্তু জগদ্ধিতায় কর্ম করতে হয়। সর্বদা ভাবতে হবে কর্মের কর্তৃত্বটা আমার নয়। কর্তৃত্ব চিন্তাটি ত্যাগ করতে হবে, ফলের আশা অধিকারটিও ত্যাগ করতে হবে। অর্জুনকে এই কথাই বলা হচ্ছে। কর্মের ফল সম্বন্ধে মোহ ছাড়তে হবে, আর অহংকার ছাড়তে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ফলটি তুমি আমাকে দাও। জগদ্ধিতায় কাজ কর। অহংকার ত্যাগ কর। এই যুদ্ধে তুমি নিমিত্ত মাত্র। সমস্ত সংসারের সর্ব কর্মের কর্তা আমি। আমিই সব করি। তুমি আমার হাতের যন্ত্র হও। অহংকার শূন্য হয়ে আমার কাছে আত্মসমর্পণ কর। তুমি একেবারে আমার হয়ে যাও। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন- শুধু কর্মফলই নয়, তোমার সমগ্র সত্তাটিকে আমাতে সমর্পণ কর। তুমি একেবারে আমার হয়ে যাও। আমাকে আত্মদান কর। জুতোর চলাটা অর্থাৎ জুতো পায়ে দিয়ে চলার ফলটা জুতোর নয়, যে জুতা পায়ে দিয়ে হাঁটছে তার। তুমি শূন্য হয়ে যাও। তুমি আছ বটে, তবে তোমাকে পাদুকার মত আমি পায়ে দিয়ে চলেছি। তুমি পাদুকামাত্র। এরকম অনেক বোঝালেন শ্রীকৃষ্ণ। তারপর অর্জুন আত্মসমর্পণ করলেন। বাঁশী যে বাজে সেটা বাঁশীর কোন কর্তৃত্ব

নয়, বাঁশরীয়াই তার বাজানোর গুণে মুগ্ধ করে। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কাছে পাদুকাও হলেন, বাঁশীও হয়ে গেলেন।

আমাদের জীবনের সব দুঃখের কারণ আমাদের মধ্যে ছোটত্বের বোধ। একটা বিরাটের সঙ্গে যোগ প্রয়োজন। 'ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি।' ভূমা মানে বিরাট, ব্রহ্ম। একটা বিশালত্বের মধ্যে নিজেকে যুক্ত করলে দুঃখ থাকে না। আমার শরীর, আমার অর্থ, আমার পুত্র, আমার বিষয়, ইত্যাদি চিন্তা করলেই দুঃখ। এই ছোট চিন্তা ছেড়ে একটা পরম বস্তুর সঙ্গে যোগাযোগ করলেই দুঃখটা পালিয়ে যায়। একটা ছোট খালের জল বড় নদীর জোয়ারে ভরে যায়। আবার ভাটায় ফুরিয়ে যায়। তার দুঃখ নেই। কারণ বড় নদীর সঙ্গে যে যোগ আছে। তার জল কোন দিন পচে না। কিন্তু ছোট দীঘির জল পচে যেতে পারে।

অর্জুন এতক্ষণ ছিলেন নানা ক্ষুদ্র চিন্তায়। আমি তৃতীয় পাণ্ডব। আমি অমুক, আমি শক্তিধর ইত্যাদি। তাই দুঃখ। তাই দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব থেকে একটু ওপরে উঠে গেলেই মুক্তি। অর্জুনকে যখন বিরাটত্বের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া হ'ল, অর্জুন তখনই দুঃখমুক্ত হয়ে গেলেন। শ্রুতি এই তত্ত্বটিকেই গীতা রূপ দিয়েছে। গীতা মানুষের জীবনের একটা অপরিহার্য সম্বল ও সম্পদ। গীতার মত একটা কল্যাণকর জিনিস মানবজীবনে আর নাই। মানুষের জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ গাইড্ গীতা।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র (শিশু ও বয়স্ক) পরিচালনার উদ্দেশ্য

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। আর সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পের 'ধর্মীয় শিক্ষা শিশু' ও 'ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক' শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে। প্রতিটি 'ধর্মীয় শিক্ষা শিশু' শিক্ষাকেন্দ্রে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী ও প্রতিটি 'ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক' শিক্ষাকেন্দ্রে ১০+ বছর হতে যে কোন বয়সী সনাতন ধর্মাবলম্বী নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারে। শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে 'সহজ ধর্মীয় শিক্ষা, সঠিকভাবে গীতাপাঠ করার নিয়মকানুন, ধারাবাহিকভাবে গীতার সকল শ্লোক পড়ানো হয়। পাঠ গ্রহণ শেষে ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠ গ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে অনুপ্রাণিত হবে এবং সনাতন ধর্মের অন্তর্নিহিত শিক্ষা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনধারায় প্রয়োগের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রের প্রত্যাশিত শিখণফল

- সনাতন ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।
- নৈতিক শিক্ষা গ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা সৃষ্টি এবং সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও জাতীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করে তাদের পারস্পারিক সম্মানবোধ, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক গুণাবলীতে উজ্জীবিত করা।
- শিক্ষার্থীদের নীতিবোধ জাগ্রত করার সহায়ক হিসেবে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের উপাখ্যান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেয়া এবং নৈতিক ও উন্নত চরিত্র গঠন।
- শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলী অর্জন, সৎসাহস ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ এবং শিক্ষার্থীকে সামাজিক ও জাতীয় চেতনায় নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে গড়ে তোলা।
- আত্মার নিত্যতা, জড়দেহের নশ্বরতা ও জীবের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধির শিক্ষা লাভ।
- ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে ত্যাগের মহিমা শিক্ষা দিয়ে নিষ্কাম কর্মে উদ্বুদ্ধ করা এবং হিংসা-বিদ্বেষ-দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

- ভক্তিযোগের অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষকে মহাভয় বা উদ্বেগ থেকে পরিত্রাণ পেতে উদ্বুদ্ধ করা।
- শিক্ষার্থীর সঠিক উচ্চারণে সুর ও ছন্দ অনুসরণ করে সামাজিক অনুষ্ঠানে গীতা পাঠ করতে পারার দক্ষতা অর্জন।
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠের পূর্বে ব্যক্তিগত আচরণ বিষয়ে (যেমন- শুদ্ধবস্ত্র পরিধান, ভাবসংশোধন, আচমন করা, পাদুকা খুলে পাঠ করার আবশ্যকতা ইত্যাদি) শিক্ষা গ্রহণ ও ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারা।
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠের শুরুতে প্রয়োজনীয় মঙ্গলাচরণ মন্ত্র (যেমন শ্রীগুরু প্রণামমন্ত্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রণামমন্ত্র ইত্যাদি) শিখতে ও বলতে পারা।
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থের পরিচিতি ও গীতার মাহাত্ম্য জানতে ও বলতে পারা।
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোক সঠিক ছন্দে ও উচ্চারণে পাঠ করতে পারা।
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৮টি অধ্যায় থেকে নির্বাচিত ৬০টি শ্লোক বাংলা অনুবাদসহ বলতে ও আত্মস্থ করতে পারা।
- গীতা শিক্ষা সমাপনের পরে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মানুষ্ঠানে নিঃসংকোচে গীতা পাঠ করতে পারা।
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শিক্ষার আলোকে জীবন ধারণে উদ্বুদ্ধ হওয়া।
- ব্যক্তির জীবনধারায় শুচিতা ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার

উপকারিতা সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারা।

- বিভিন্ন দেবদেবীর প্রণাম মন্ত্র মুখস্থ সহকারে বলতে পারা।
- সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রতিপালনীয় বিভিন্ন নিত্যকর্মের মন্ত্র বলতে পারা এবং আচরণসমূহ পালন করা।
- সনাতন ধর্মের বিভিন্ন মহাপুরুষ সম্পর্কে জানতে পারা ও তাঁদের উল্লেখযোগ্য বাণী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারা।
- সনাতন ধর্মের বিভিন্ন প্রার্থনা সঙ্গীত সুরে ও ছন্দে গাইতে পারা।
- গীতার শ্লোক পাঠের ছন্দ ও উচ্চারণ শুদ্ধভাবে শিখতে পারা।

ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠদানের সময় এবং শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ও বয়সসীমা

- ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু ও বয়স্ক) উভয় স্তরের শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠদানের জন্য নির্ধারিত সময়ঃ ২.৩০ ঘণ্টা (সুবিধাজনক সময়)।
- ধর্মীয় শিক্ষা শিশু স্তরের শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের বয়স সীমাঃ ৬ হতে ১০ বছর।
- ধর্মীয় শিক্ষা-বয়স্ক স্তরের শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের বয়স সীমাঃ ১০+ তদুর্ধ্ব।
- ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু ও বয়স্ক) উভয় স্তরের প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থী সংখ্যাঃ ৩০ জন।

পাঠদানকালে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের করণীয়

১। কেন্দ্র শিক্ষক ব্যক্তিগত শুচিতা (সম্ভব হলে নিয়মিত তিলক ধারণ ও আচমন করা) পালন ও পাঠদানের নির্ধারিত সময় শুদ্ধবস্ত্র পরিধান (সম্ভব হলে শিক্ষকের ধুতি-পাঞ্জাবী , শিক্ষিকার শাড়ি এবং উভয়ের নামাবলি/উত্তরীয় পরিধান করা) আবশ্যক।

২। কেন্দ্রে পাঠদানের নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সুচিতা ও শুদ্ধবস্ত্র পরিধান এবং তিলক ধারণের বিষয়টি কেন্দ্র শিক্ষক কর্তৃক নিশ্চিত করা।

সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ বিধি

সংস্কৃত ভাষার শ্লোক বা মন্ত্র বাংলা অক্ষরে লেখা হলেও এর উচ্চারণ মূল সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণের নিয়ম অনুযায়ী হয়ে থাকে। বাংলা ভাষার উচ্চারণ রীতিতে সংস্কৃত উচ্চারণ অনেক ক্ষেত্রেই ভুল হয়। পাঠকদের শিক্ষণের সুবিধার্থে গুরুত্বপূর্ণ নিয়মগুলো উল্লেখ করা হলো-

ক) সর্বদা স্মরণীয়

সংস্কৃত ভাষায় ঠিক যে যে বর্ণ দ্বারা শব্দ গঠিত হয়, প্রতিটি বর্ণকে হুবহু তার মতো করেই উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- গীতার ১ম শ্লোকের 'কিমকুর্বত' শব্দটি উচ্চারণ করতে হবে 'কিম্অকুর্বত্অ'। এখানে 'ম' এবং 'ত' এর উচ্চারণ 'ম্+অ' এবং 'ত্+অ'। কোন বর্ণের শেষে হস্ (্) চিহ্ন না থাকলে সেখানে 'অ' উচ্চারণ থাকবে।

খ) সংযুক্তবর্ণ

সংযুক্ত প্রতিটি বর্ণের স্বতন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- আত্মা = আৎমা, তীক্ষ্ণ = তীক্+ষ্+ণ, লক্ষ্মী = ল+ক্+ষ্+মী, মোক্ষ = মো+ক্+ষ ইত্যাদি।

গ) বিসর্গ (ঃ)

কোন পদে যে বর্ণের পরে বিসর্গ থাকবে সেই বর্ণের স্থান হতে অর্ধ 'হ্' এর মতো উচ্চারণ করতে হবে। যেমন- মামকাঃ শব্দটার উচ্চারণ হবে 'মামকাহ্' সঞ্জয়ঃ = সঞ্জয়হ্, দুঃখ = 'দুহ্খ' ইত্যাদি।

ঘ) য ও য-ফলা

য-এর উচ্চারণ হবে 'ইয়' এর মতো। যেমন- 'যম' এর উচ্চারণ হবে 'ইয়ম'। এভাবে যুদ্ধ = ইয়ুদ্ধ, কাম্য = কাম্‌ইয়, ক্লৈব্যং = ক্লৈব্‌ইয়ম্‌ ইত্যাদি।

ঙ) ব-ফলা

ব-ফলার উচ্চারণ হবে 'উয়' এর মতো। যেমন- অশ্ব = অশ্‌উয়, বিদ্বান = বিদ্‌উয়ান্‌অ, ত্বাং = ত্‌উয়াম্‌ ইত্যাদি।

চ) স, ষ, শ

দন্ত্য 'স' এর উচ্চারণ দন্ত মূলে, কিছুটা বাংলা 'ছ' এর কাছাকাছি। সংস্কৃতে দন্ত্য 'স' বর্ণটি বস্ত্র, অস্ত্র, সমস্ত, আস্তিক শব্দ সমূহের 'স' এর মতো সর্বদা উচ্চারিত হবে। মূর্ধণ্য 'ষ'-এর উচ্চারণ স্থান মূর্ধা অর্থাৎ দন্তমূলের পেছনে খাঁজ কাটা অংশে। যেমন- পাষণ্ড, কুষ্মাণ্ড, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি। তালব্য 'শ' এর উচ্চারণস্থান মূর্ধার পেছনে মসৃণ তালুতে। যেমন- শারনীয়, শালা, শশী ইত্যাদি।

ছ) র, ড় ও ঢ়

র-এর উচ্চারণ 'বারি' 'বর' শব্দের 'ব' এর মতো (দন্তমূলে)। ড়-এর উচ্চারণ বাড়ি, বড় শব্দের মতো (মূর্ধায়)। অপরদিকে 'ঢ়' এর উচ্চারণ ব্যূঢ়, আষাঢ় শব্দের ঢ়-এর মতো (তালুতে)।

জ) ন ও ণ

দন্ত্য-ন এর উচ্চারণ দন্তমূলে। যেমন- নৈনং, নানান, অনেক

ইত্যাদি। মূর্ধন্য-ণ উচ্চারণ করতে জিহ্বার অগ্রভাগ উল্টিয়ে মূর্ধা স্পর্শ করতে হয়। যেমন- পাণ্ডব, প্রণব, শিষ্যেণ ইত্যাদি।

ঋ) হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর

'হ্রস্বস্বর' হ্রস্ব অর্থাৎ কমচাপ দিয়ে এবং 'দীর্ঘস্বর' দীর্ঘ অর্থাৎ বেশি চাপ দিয়ে বা একটু টেনে উচ্চারণ করতে হয়। দীর্ঘস্বরের উদাহরণ অনীক= অনইইক্অ, চমূম্= চম্উউম্ ইত্যাদি।

ঞ) লুপ্ত-অ (ঽ)

সংস্কৃত শ্লোকের পদসমূহের মাঝে অনেক সময় অর্ধ মাত্রার 'হ' (ঽ) এর মতো একটি বর্ণ দেখা যায়। অনেকেই একে বাংলা হ-এর মতো উচ্চারণ করেন। এটা গুরুতর ভুল। 'ঽ'- এটা 'হ' নয়, বরং লুপ্ত 'অ'। অর্থাৎ 'অ' উচ্চারণ করতে যতটুকু কণ্ঠে জোর দিতে হয় 'ঽ' উচ্চারণ করতে তার চেয়েও কম জোর দিতে হয়। যেমন- সেঽচ্যুত (সে + অচ্যুত), শ্রেয়োঽনুপশ্যামি (শ্রেয়ো + অনুপশ্যামি) ইত্যাদি।

সামাজিক অনুষ্ঠানে গীতা পাঠের নমুনা

ধারাবাহিক উপস্থাপন

১. আহবানের পরে	: পাঠক পাদুকা খুলে রেখে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে করজোড়ে নমস্কার করবেন।
২. শুরুতে উচ্চারণ করবেন	: ওঁ তৎ সৎ
৩. শ্রীগুরু প্রণামমন্ত্র	: ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
৪. শ্রীকৃষ্ণ প্রণামমন্ত্র	: হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে। গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে॥
৫. এক বার উচ্চারণ	: ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়
৬. শ্লোক পরিচিতি	: শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ---- অধ্যায়, ---- যোগ, শ্লোক নং ---- বা ---- তম শ্লোক
৭. কার মুখনিঃসৃত শ্লোক	: শ্রীভগবান্ উবাচ/অর্জুন উবাচ/সঞ্জয় উবাচ/ধৃতরাষ্ট্র উবাচ (একটি নির্বাচন করে শ্লোক অনুযায়ী বলতে হবে)।
৮. সুর ও ছন্দে	: গীতার মূল শ্লোক পাঠ
৯. শুদ্ধ বাংলায় বলবেন	: অনুবাদ/সরলার্থ (শ্রীভগবান্ বললেন/অর্জুন বললেন/সঞ্জয় বললেন উল্লেখপূর্বক)
১০. সকলের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা	: ওঁ সর্বেষাং মঙ্গলং ভুয়াৎ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সর্বে ভদ্রাণী পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাক্ ভবেৎ॥
১১. বিশ্বশান্তি কামনা	: ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি। বিশ্বের সকলের শান্তি হোক।
১২. সমাপ্তিকালে (প্রস্থানের সময়)	: পাঠক পুনরায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে করজোড়ে নমস্কার করবেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথম অধ্যায়ঃ অর্জুন বিষাদ-যোগ (শ্লোক নং-১)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

১. মূল শ্লোকঃ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।

মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১/১

২. উচ্চারণঃ

ধর্মক্-খেত্রে কুরুক্-খেত্রে হমবেতা ইয়ুইয়ুৎহবহ্।
মামকাহ্ পাণ্ডবাশ্চৈব কিম্-অকুর্বত হঞ্জয় ॥

৩. সরলার্থ- পদ্য ছন্দেঃ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়ে,
ঘোরতর যুদ্ধহেতু পরস্পরে লয়ে।
মম পক্ষ যোদ্ধা আর পাণ্ডব নিশ্চয়,
কি করিল প্রকাশিয়া বল হে সঞ্জয় ॥

৪. সরলার্থ- গদ্যেঃ

ধৃতরাষ্ট্র বললেন- হে সঞ্জয়! ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করার মানসে সমবেত হয়ে আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডুর পুত্রগণ কি করল?

দ্বিতীয় অধ্যায়: সাংখ্য-যোগ (শ্লোক নং-৩)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ২/৩

২. উচ্চারণ:

ক্লৈব্যম্ মা স্ম গমহ্ পার্থ   নৈতৎ-ত্বয়ি-উপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রম্ হৃদয়-দৌর্বল্যম্   ত্যক্ত্বা-উত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥

৩. সরলার্থ- পদ্য ছন্দে:

ক্লীবত্বের না হইয়ো তুমি দাস,
এ অসম্মান নাহি তোমার শোভা পায়।
ক্ষুদ্র হৃদয়ের দুর্বলতা ত্যাগি,
উঠে দাঁড়াও হে রিপু সংহারকারী ॥

৪. সরলার্থ- গদ্যে:

শ্রীভগবান বললেন- হে পার্থ! এ অসম্মানজনক ক্লীবত্বের বশবর্তী হয়ো না। এ ধরণের আচরণ তোমাতে শোভা পায় না। হে পরন্তপ (অর্জুন)! হৃদয়ের এই ক্ষুদ্র দুর্বলতা পরিত্যাগ করে তুমি উঠে দাঁড়াও।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সাংখ্য-যোগ (শ্লোক নং-৭)

অর্জুন উবাচ

১. মূল শ্লোকঃ

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ২/৭

২. উচ্চারণঃ

কার্পণ্য-দোষ-উপহত-স্বভাবহ্ পৃচ্ছামি ত্বাম্ ধর্ম-হম্মূঢ়-চেতাহ্।
ইয়ৎ-শ্রেয়হ্ স্যাৎ-নিশ্চিতম্ ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তে-অহম্ শাধি মাম্ ত্বাম্ প্রপন্নম্ ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দেঃ

কুলক্ষয় দোষ আর চিত্তদীনতায়,
অভিভূত হয়ে আছি ধর্মমূঢ় প্রায়।
নিশ্চয় করিয়া বল, জিজ্ঞাসি তোমায়,
উপদেশ কর মোরে, শ্রেয় যাহা হয়।
তোমার শরণাগত, তব শিষ্য আমি,
শিক্ষা দাও মোরে প্রভু, কৃপা করি তুমি ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যেঃ

অর্জুন বললেন- কার্পণ্যজনিত দুর্বলতার প্রভাবে আমি এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছি। আমি আমার কর্তব্য সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি- এখন আমার পক্ষে কি করা শ্রেয়স্কর। আমি তোমার শিষ্য, সর্বতোভাবে তোমার শরণাগত। দয়া করে তুমি আমাকে উপদেশ দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সাংখ্য-যোগ (শ্লোক নং-১৩)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোকঃ

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ২/১৩

২. উচ্চারণঃ

দেহিনো-অস্মিন্ ইয়থা দেহে   কৌমারম্ ইয়ৌবনম্ জরা।
তথা দেহান্তর-প্রাপ্তিহ্   ধীরহ্-তত্র ন মুহ্ইয়তি ॥

৩. সরলার্থ পদ্য- ছন্দেঃ

জীবের এ স্থূলদেহে কৌমার-যৌবন,

বার্ধক্য অবস্থা আসে ক্রমশঃ যেমন;

সেইরূপ অবস্থাতেদ মৃত্যুকালে রয়,

ধীমান্ ইহাতে কভু মোহিত না হয় ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যেঃ

শ্রীভগবান বললেন- দেহীর দেহ যেভাবে কৌমার, যৌবন ও জরার মাধ্যমে তার রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়: সাংখ্য-যোগ (শ্লোক নং-২২)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২/২২

২. উচ্চারণ:

বাহাম্‌হি জীর্ণানি ইয়থা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরহ্-অপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা ন্যানি ছম্‌ইয়াতি নবানি দেহী ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

জীর্ণ বস্ত্র ছাড়ি, পার্থ! যেইরূপে নরে,
অপর নূতন বস্ত্র পরিধান করে।
সেইরূপ ত্যাগিয়া জীর্ণ দেহখানি,
পুনরায় নব দেহ ধরেণ পরানি ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

শ্রীভগবান বললেন- মৃত্যু হয় শরীরের, মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়: সাংখ্য-যোগ (শ্লোক নং-৪০)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।

স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ২/৪০

২. উচ্চারণ:

ন-ইহ-অভিক্রম-নাশ-অস্তি   প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে।

স্বল্পম্-অপি-অস্য ধর্মস্য   ত্রায়তে মহতঃ ভয়াৎ ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

নিষ্কাম কর্মতে নাহি কোন প্রত্যবায়।
এ ধর্মের অল্পতেই মহাভয় যায় ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

শ্রীভগবান বললেন- ভক্তি যোগের অনুশীলন কখনও ব্যর্থ হয় না এবং তার কোনো ক্ষয় নেই। তার স্বল্প অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠাতাকে সংসাররূপ মহাভয় থেকে পরিত্রাণ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: সাংখ্য-যোগ (শ্লোক নং-৪৭)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥ ২/৪৭

২ উচ্চারণ:

কর্মণি-এব-অধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফল-হেতুহ্-ভূহ্ মা তে ছঙ্গহ্-অস্তু-অকর্মণি ॥

৩.সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

অধিকার কর্মে তব, কর্মফলে নয়,
কর্মফলই কারণ যেন হয়ো না নিশ্চয়।
কর্মফলাকাঙ্ক্ষী হয়ে কর্ম না করিও,
কর্ম ত্যাগে তুমি কভু আসক্ত না হইও ॥

৪.সরলার্থ-গদ্যে:

শ্রীভগবান বললেন- (১) কর্মেই তোমার অধিকার আছে, কিন্তু (২) কর্মফলে তোমার কোন অধিকার নেই। (৩) কর্মফল লাভ করাই যেন তোমার কর্মের উদ্দেশ্য না হয়। আবার (৪) কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ কর্মযোগ (শ্লোক নং-১৩)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোকঃ

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ৩/১৩

২. উচ্চারণঃ

ইয়জ্ঞ-শিষ্ট-অশিনহ্ ছন্তো মুচ্যন্তে ছর্ব-কিল্‌বিষৈহ্।
ভুঞ্জতে তে তু-অঘম্ পাপা ইয়ে পচন্তি-আত্‌ম-কারণাৎ ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দেঃ

যজ্ঞ-অবশিষ্ট ভোজী সাধুগণ হয়,
সর্ববিধ পাপমুক্ত, জানিবে নিশ্চয়।
কিন্তু পাক করে যারা, আপনার তরে,
সেই দুরাচারগণ পাপ ভোগ করে॥

৪. সরলার্থ-গদ্যঃ

শ্রীভগবান বললেন- যে সজ্জনগণ যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্নাদি ভোজন করেন, তাঁরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন। আর যারা কেবল স্বার্থপর হয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য অন্নাদি পাক করে, তারা কেবল পাপরাশিই ভোজন করে।

তৃতীয় অধ্যায়: কর্মযোগ (শ্লোক নং-২১)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ৩/২১

২. উচ্চারণ:

যৎ যৎ আচরতি শ্রেষ্ঠঃ   তৎ তৎ ইব ইতরঃ জনঃ।
স যৎ প্রমাণম্ কুরুতে   লোকঃ তৎ অনুবর্ততে ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

শ্রেষ্ঠজন করে যাহা করযে প্রমাণ।

সেই সব অনুসারে সাধারণ জন ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

শ্রীভগবান বললেন- শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষেরা তাঁর অনুকরণ করেন। তিনি যা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, সারা পৃথিবী তাঁরই অনুসরণ করে।

তৃতীয় অধ্যায়: কর্মযোগ (শ্লোক নং-৩৫)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩/৩৫

২. উচ্চারণ:

শ্রেয়ান্ স্বধর্মহ্ বিগুণহ্ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনম্ শ্রেয়হ্ পরধর্মহ্ ভয়াবহহ্ ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

সুষ্ঠুভাবে আচরিত পরধর্ম হতে,
অঙ্গহীন নিজধর্ম শ্রেয় সর্বমতে।
স্বধর্মে মৃত্যুও শ্রেয়, জেনো ধনঞ্জয়,
পরধর্ম ভয়াবহ, জানিবে নিশ্চয় ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

শ্রীভগবান বললেন- উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম থেকে স্বধর্মের অনুষ্ঠান কিঞ্চিত দোষযুক্ত হলেও নিজ (স্ব) ধর্ম শ্রেষ্ঠ। নিজ ধর্ম পালনকালে যদি মৃত্যু হয় তা (ধর্ম-পালন) মঙ্গলজনক, কিন্তু পরধর্ম অনুষ্ঠান করা বিপজ্জনক।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ কর্মযোগ (শ্লোক নং-৩৭)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোকঃ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩/৩৭

২. উচ্চারণঃ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজো-গুণ-সমুদ্ভবহ্।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনম্-ইহ বৈরিণম্ ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দেঃ

রজোগুণ হতে জাত কাম সমুদয়,
প্রতিহত হলে ক্রোধে পরিণত হয়।
অভিন্ন এ কাম ক্রোধ উগ্র তেজীয়ান্,
মোক্ষমার্গে এই দুই শত্রুর সমান ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যেঃ

শ্রীভগবান বললেন- এই সমস্ত কাম ও ক্রোধ রজোগুণ থেকে উদ্ভূত হয়। যা দুষ্পূরণীয় এবং অতিশয় উগ্র। এ সংসারে একে শত্রু বলে জানবে।

চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-৭)

শ্রীভগবান উবাচ

১. মূল শ্লোক:

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৪/৭

২. উচ্চারণ:

ইয়দা ইয়দা হি ধর্মষ্য গ্লানির্-ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম্-অধর্মষ্য তদাত্মানম্ সৃজামি-অহম্ ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

যখন যখন কোন ধর্মহানি আর,
অধর্ম আধিক্য হয় জগৎ মাঝার;
নিশ্চয় জানিও তুমি এ হেন সময়,
আবির্ভূত হয়ে থাকি, শুন ধনঞ্জয় ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

শ্রীভগবান বললেন- হে ভারত (অর্জুন)! যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি দেহধারণ করে অবতীর্ণ হই।

চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-৮)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪/৮

২. উচ্চারণ:

পরিত্রাণায় ছাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম-সংস্থাপন্-অর্থায় ছম্ভবামি ইয়ুগে ইয়ুগে ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

পরিত্রাণ করিবারে সাধু মহাজনে,
বিনাশ সাধন তরে পাপকারিগণে;
ধর্ম-সংস্থাপন কার্য পূর্ণ করিবারে,
যুগে যুগে অবতীর্ণ হই এ সংসারে ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

শ্রীভগবান বললেন- সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-৯)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোকঃ

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥ ৪/৯

২. উচ্চারণঃ

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্ এবম্ ইয়ো বেত্তি তত্ত্বতহ্।
ত্যক্ত্বা দেহম্ পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি ছো-অর্জুন ॥

৩. সরলার্থ- পদ্য ছন্দেঃ

হেন মম দিব্য জন্ম,
কর্ম যেই জানেঃ
আমাকেই লভে, পার্থ,
দেহ তিরোধানে ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যেঃ

শ্রীভগবান বললেন- হে অর্জুন! যিনি আমার এ প্রকার দিব্য জন্ম ও কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তিনি দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, তিনি আমাকে লাভ করেন।

চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-১১)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ৪/১১

২. উচ্চারণ:

ইয়ে ইয়থা মাম্ প্রপদ্যন্তে তান্-তথৈব ভজামি-অহম্।
মম বর্‌ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাহ্ পার্থ ছর্বশহ্ ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

যে জন যে ভাবে, পার্থ, ভজেন আমারে,
সেই ভাবে অনুগ্রহ করি আমি তারে।
সকাম নিষ্কাম পূজা, যে যেমন করে,
আমারই ভজন পথ ধরে সে অন্তরে ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

শ্রীভগবান বললেন- যে যে-ভাবে আমার ভজনা করে, আমি তাকে সেভাবেই তুষ্ট করি। হে পার্থ! মানবগণ নিজ সাধনার সাহায্যে আমার পথেরই অনুসরণ করে।

চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-১৩)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।

তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥ ৪/১৩

২. উচ্চারণ:

চাতুর্-বর্ণ্যম্ ময়া সৃষ্টম্ গুণ-কর্ম-বিভাগশহ্।
তষ্য কর্তারম্-অপি মাম্ বিদ্ধি-অকর্তারম্-অব্যয়ম্ ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

গুণ আর কর্ম ভেদে সৃষ্টি আমি করি,
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বর্ণ চারি।
কর্তা হলেও আমি অনাসক্ত বলে,
শ্রমহীন ও অকর্তা জানিও সকলে ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

শ্রীভগবান বললেন- প্রকৃতির তিনটি গুণ ও কর্ম অনুসারে আমি মানব-সমাজে চারটি বর্ণবিভাগ সৃষ্টি করেছি। আমি এ প্রথার স্রষ্টা হলেও আমাকে অকর্তা এবং অব্যয় বলে জানবে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-৩৪)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোকঃ

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৪/৩৪

২. উচ্চারণঃ

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন ছেবয়া।
উপদেক্‌ষ্যন্তি তে জ্ঞানম্ জ্ঞানিনছ্-তত্ত্ব-দর্শিনহ্ ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দেঃ

তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণে করি প্রণিপাত,

প্রশ্ন ও গুরুসেবা করি ইহা সাথ।

অবগত হও তুমি সেই জ্ঞানচয়,

জ্ঞানীগণ উপদেশ দিবেন তোমায় ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যেঃ

শ্রীভগবান বললেন- সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর। তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।

চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-৩৮)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৪/৩৮

২. উচ্চারণ:

ন হি জ্ঞানেন ছদৃশম্ পবিত্রম্-ইহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ম্ ইয়োগ-ছম্-ছিদ্ধহ্ কালেন-আত্মনি বিন্দতি ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

জ্ঞানের সমান শুদ্ধ নাহি কিছু আর।
কর্মযোগী কালে লভে আত্মজ্ঞান সার ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

শ্রীভগবান বললেন- ইহলোকে জ্ঞানের মত পবিত্র অন্য কিছু নেই। এজন্য জ্ঞানযুক্ত যোগী যথাকালে পরমাত্মায় লয়প্রাপ্ত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-৩৯)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৪/৩৯

২. উচ্চারণ:

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্ তৎপরহ্ হম্ইয়ত-ইন্দ্রিয়হঃ।

জ্ঞানম্ লব্ধা পরাম্ শান্তিম্ অচিরেণ-অধিগচ্ছতি ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

শ্রদ্ধাবান একনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় জন,

জ্ঞান লভি পরাশান্তি আশু প্রাপ্ত হন ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

শ্রীভগবান বললেন- (১) সংযতেন্দ্রিয়, (২) সাধন-পরায়ণ ও (৩) শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি এই জ্ঞান লাভ করেন। সেই দিব্য জ্ঞান লাভ করে তিনি অচিরেই পরম-শান্তি প্রাপ্ত হন।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ কর্মসন্ন্যাস যোগ (শ্লোক নং-১৮)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোকঃ

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ৫/১৮

২. উচ্চারণঃ

বিদ্যা-বিনয়-ছম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাহ্ ছমদর্শিনহ্ ॥

৩. সরলার্থ পদ্য ছন্দেঃ

ভেদবুদ্ধি জ্ঞানশূন্য পণ্ডিতে প্রবর,
বিদ্যা বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণেতে আর।
চণ্ডাল গাভী ও করী, কুক্কুরে সমান,
বুঝিয়া সর্বেতে দেখে ব্রহ্ম বিদ্যমান্ ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যেঃ

শ্রীভগবান বললেন- ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতগণ বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালে সমদর্শী হন।

পঞ্চম অধ্যায়: কর্মসন্ন্যাস যোগ (শ্লোক নং-২৫)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।

ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৫/২৫

২. উচ্চারণ:

লভন্তে ব্রহ্ম-নির্বাণম্ ঋষয়হ্ ক্ষীণ-কল্মষাহ্ ।

ছিন্ন-দ্বৈধা ইয়াতাত্মানহ্ ছর্বভূত-হিতে রতাহ্ ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

যাঁহাদের পাপ ক্ষীণ, সংশয় বিগত,
সর্বভূত হিতে থাকি চিত্ত সুসংযত;
সেরূপ কৃপালু তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ,
ব্রহ্মেতে নির্বাণ লাভ করেন তখন ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

শ্রীভগবান বললেন- যাঁরা নিষ্পাপ, সংশয়শূন্য, সংযত চিত্ত এবং সমস্ত জীবের কল্যাণে ব্রত, সেইরূপ ঋষিগণ ব্রহ্ম-নির্বাণ লাভ করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়: অভ্যাসযোগ (শ্লোক নং-১৭)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।

যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ৬/১৭

২. উচ্চারণ:

ইয়ুক্ত-আহার-বিহারছ্য ইয়ুক্ত-চেষ্টছ্য কর্মছু।

ইয়ুক্ত-স্বপ্ন-অববোধছ্য ইয়োগো ভবতি দুঃখহা ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

নিয়মিত হয় যাঁর আহার-বিহার,

নিয়মিত চেষ্টা কাজে যাঁর;

পরিমিত হয় যাঁর নিদ্রা-জাগরণ,

যোগে হয় তাঁর দুঃখ নিবারণ ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

শ্রীভগবান বললেন- হে অর্জুন! যিনি পরিমিত আহার ও বিহার করেন এবং যাঁর কর্মপ্রচেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত; যোগ অভ্যাসের দ্বারা তাঁর দুঃখ দূর হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়: অভ্যাসযোগ (শ্লোক নং-৩৫)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৬/৩৫

২. উচ্চারণ:

অছম্‌শয়ম্ মহাবাহো মনঃ দুর্নিগ্রহম্ চলম্।

অভ্যাছেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

অস্থির চঞ্চল বীর এ মন দুর্জয়।

অভ্যাস-বৈরাগ্য বলে বশীভূত হয় ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

শ্রীভগবান বললেন- হে মহাবাহো (অর্জুন)! মন যে দুর্দমনীয় ও চঞ্চল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হে কৌন্তেয়! ক্রমশ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়।

সপ্তম অধ্যায়: জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ (শ্লোক নং-১৪)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৭/১৪

২. উচ্চারণ:

দৈবী হি-এষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব ইয়ে প্রপদ্যন্তে মায়াম্-এতাম্ তরন্তি তে ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

গুণময়ী মোর এই দৈবী মায়া সবে,
দুঃসাধ্য লঙ্ঘন করা জেনো এই ভবে।
যে মোরে ভজনা করে ভক্তি সহকারে,
সুদুস্তরা মায়া সেই অতিক্রম করে ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

শ্রীভগবান বললেন- আমার এ ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। যাঁরা এ মায়া থেকে বিমুখ হয়ে আমারই শরণাগত হয়ে আমার ভজনা করেন, তাঁরা আমার কৃপায় এ মায়া থেকে উত্তীর্ণ হন; অর্থাৎ আমাকে স্বরূপত জেনে নেন।

সপ্তম অধ্যায়ঃ জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ (শ্লোক নং-১৫)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোকঃ

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।

মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ৭/১৫

২. উচ্চারণঃ

ন মাং দুষ্কৃতিনঃ মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।

মায়য়া-অপহৃত-জ্ঞানা আছুম্ ভাবম্ আশ্রিতাঃ ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দেঃ

জ্ঞান যার অপহৃত হয়েছে মায়ায়।

অসুর-ভাবহেতু পাপী ভজে না আমায় ॥

৪. সরলার্থ- গদ্যেঃ

শ্রীভগবান বললেন- মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবসম্পন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কখনও আমার শরণাগত হয় না।

সপ্তম অধ্যায়ঃ জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ (শ্লোক নং-১৯)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোকঃ

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ৭/১৯

২. উচ্চারণঃ

বহুনাম্ জন্মনাম্-অন্তে জ্ঞানবান্-মাম্ প্রপদ্যতে।

বাছুদেবহ্ ছর্বম্-ইতি ছ মহাত্মা ছুদুর্লভহ্ ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দেঃ

বহুজন্ম পরে, শেষে হ'য়ে জ্ঞানবান,
'বাসুদেবময় জগৎ' করি হেন জ্ঞান;
আমাকেই প্রাপ্ত হন করিয়া ভজন,
অতীব দুর্লভ সেই মহাত্মা সুজন ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যেঃ

শ্রীভগবান বললেন- বহু জন্ম অতীত হওয়ার পর 'বাসুদেবই সমস্ত'- এ প্রকার জ্ঞান লাভ করে জ্ঞানী সাধক আমাকে পেয়ে থাকেন। তবে এরূপ জ্ঞানবান মহাত্মা জগতে অত্যন্ত দুর্লভ।

অষ্টম অধ্যায়ঃ অক্ষরব্রহ্ম-যোগ (শ্লোক নং-৫)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোকঃ

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৮/৫

২. উচ্চারণঃ

অন্তকালে চ মামেব (এ)স্মরন্-মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
ইয়হ্ প্রয়াতি স্ব মদ্ভাবম্ ইয়াতি নাস্তি-অত্র সম্শয়হ্ ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দেঃ

অন্তিমে আমারে স্মরি' দেহ ত্যজে যেই,
নিশ্চয় আমার ভাব প্রাপ্ত হয় সেই ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যেঃ

শ্রীভগবান বললেন- মৃত্যুর সময়ে যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি আমাকেই লাভ করেন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

অষ্টম অধ্যায়ঃ অক্ষরব্রহ্ম-যোগ (শ্লোক নং-১৬)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোকঃ

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৮/১৬

২. উচ্চারণঃ

আব্রহ্ম-ভুবনাৎ-লোকাঃ পুনর্-আবর্তিনঃ-অর্জুন।
মাম্-উপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্-জন্ম ন বিদ্যতে ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দেঃ

ব্রহ্মলোক হ'তে নিম্ন সব লোক হ'তে,
জীবগণ পুনরায় জন্মে এ জগতে।
কিন্তু মোরে, হে কৌন্তেয়, প্রাপ্ত হন যিনি,
পুনর্জন্ম কভু প্রাপ্ত নাহি হন তিনি ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যেঃ

শ্রীভগবান বললেন- হে অর্জুন! ব্রহ্মলোক থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য সকল লোকের অধিবাসীগণ এ সংসারে পুনরায় ফিরে আসে। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে লাভ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

নবম অধ্যায়ঃ রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগ (শ্লোক নং- ১৪)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোকঃ

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ৯/১৪

২. উচ্চারণঃ

সততম্ কীর্তয়ন্তঃ মাং যতন্তঃ চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তঃ চ মাম্ ভক্ত্যা নিত্যযুক্তাঃ উপাসতে ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দেঃ

নিয়ম যতন কিংবা প্রণাম করিয়া।
নিত্যযুক্ত পূজে মোরে দৃঢ় ভক্তি দিয়া ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যেঃ

শ্রীভগবান বললেন- দৃঢ়ব্রত ও যত্নশীল হয়ে, সর্বদা আমার মহিমা কীর্তন করে এবং আমাকে প্রণাম করে, এই সমস্ত মহাত্মারা নিরন্তর যুক্ত হয়ে ভক্তি সহকারে আমার উপাসনা করে।

নবম অধ্যায়: রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগ (শ্লোক নং-২২)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ৯/২২

২. উচ্চারণ:

অনন্যাশ্-চিন্তয়ন্তো মাম্ ইয়ে জনাহ্ পর্ইয়ুপাহতে।
তেষাম্ নিত্য-অভি-ইয়ুক্তানাম্ ইয়োগক্ষেমম্ বহামি-অহম ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

যাঁহারা অনন্যচিত হইয়া আমারে,
উপাসনা করে সদা চিন্তা উপচারে;
নিত্যযুক্ত তাঁহাদের আমি সর্বক্ষণ,
ধনাদির যোগ-ক্ষেম করিহে বহন ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

শ্রীভগবান বললেন- যেসব অনন্যচিত্ত ভক্ত সর্বদা আমার চিন্তা করতে করতে উপাসনা করে, আমাতে নিত্যযুক্ত সেসব ভক্তের যোগ ও ক্ষেম আমি বহন করি।

নবম অধ্যায়ঃ রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগ (শ্লোক নং-২৬)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোকঃ

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ৯/২৬

২. উচ্চারণঃ

পত্রম্ পুষ্পম্ ফলম্ তোয়ম্ ইয়ো মে ভক্ত্যা প্রইয়াচ্ছতি।
তদহম্ ভক্তি-উপহৃতম্ অশ্নামি প্রইয়াতাত্মনহ্ ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দেঃ

ভক্তিসহ যেই ভক্ত পত্র, পুষ্প আর,
ফল, জল, যাহা মোরে দেয় উপহার;
নিষ্কাম বিশুদ্ধচিত্ত ভক্তের অর্পিত,
সে সকল লই আমি হয়ে হরষিত ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যেঃ

শ্রীভগবান বললেন- যে ভক্ত পত্র, পুষ্প, ফল ও জল ইত্যাদি ভক্তিপূর্বক আমাকে প্রদান করেন, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত ভক্তের ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করে থাকি।

নবম অধ্যায়: রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগ (শ্লোক নং-৩৪)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৯/৩৪

২. উচ্চারণ:

মন্-মনা ভব মৎ-ভক্তঃ মদ্ ইযাজী মাম্ নমস্কুরু।
মাম্-এব এষ্যছি ইয়ক্ত্বা-এবম আত্মানম্ মৎপরায়ণঃ ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

আমাতেই চিত্ত তুমি করহে অর্পণ,
মম ভক্ত হও, মোর করহে যজন।
প্রণাম করহ মোরে, হ'য়ে যুক্ত মন,
এরূপে করহ মোরে, কুন্তীর নন্দন ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

শ্রীভগবান বললেন- তুমি সর্বদা (১) মনকে আমার চিন্তায় নিযুক্ত কর, (২) আমাতে ভক্তিমান হও, (৩) আমার পূজা কর, (৪) আমাকেই নমস্কার কর। এরূপে মৎপরায়ণ (শরণাগত) হয়ে আমাতে মন সমাহিত করতে পারলে আমাকেই প্রাপ্ত হবে।

অধ্যায়ঃ বিভূতি-যোগ

দশম অধ্যায়ঃ বিভূতি-যোগ (শ্লোক নং-১০)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০/১০

২. উচ্চারণ:

তেষাম্ সতত-ইয়ুক্তানাম্ ভজতাম্ প্রীতি-পূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিইয়োগম্ তম্ ইয়েন মাম্-উপইয়ান্তি তে ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

আমাতে সততযুক্ত প্রীতি পরায়ণ,
উপাসনাকারীগণে করিয়া যতন;
দিয়া থাকি বুদ্ধিরূপ এহেন উপায়,
যাহাতে অন্তিমে তারা আমাকেই পায় ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

শ্রীভগবান বললেন- আমাতে মনঃপ্রাণ অর্পণ করে যাঁরা শ্রদ্ধার সাথে আমার ভজনা করেন, আমি তাঁদেরকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার ফলে তাঁরা আমাকে লাভ করেন।

একাদশ অধ্যায়: বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ (শ্লোক নং-১৮)

অর্জুন উবাচ

১. মূল শ্লোক:

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১১/১৮

২. উচ্চারণ:

ত্বম্-অক্ষরম্ পরমম্ বেদিতব্যম্ ত্বম্-অস্য বিশ্বস্য পরম্ নিধানম্।
ত্বম্-অব্যয়ঃ শাশ্বত-ধর্ম-গোপ্তা সনাতনস্-ত্বম্ পুরুষো মতো মে॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

পরম অক্ষর তুমি, বিশ্বের আশ্রয় তুমি,
জ্ঞাতব্য বিষয় সহকারে।
তুমিই অব্যয় ধাতা, নিত্যধর্ম রক্ষণকর্তা,
সনাতন পুরুষ আকারে॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

অর্জুন বললেন- তুমি পরম ব্রহ্ম (যাকে নির্গুণ-নিরাকার বলা হয়) এবং একমাত্র জ্ঞাতব্য। তুমি বিশ্বের পরম আশ্রয় (যাকে সগুণ-নিরাকার বলা হয়) এবং তুমিই সনাতন ধর্মের রক্ষক ও পরমেশ্বর ভগবান (যাকে সগুণ-সাকার বলা হয়) -এই আমার অভিমত।

একাদশ অধ্যায়ঃ বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ (শ্লোক নং-৩৮)

অর্জুন উবাচ

১. মূল শ্লোকঃ

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ১১/৩৮

২. উচ্চারণঃ

ত্বমাদিদেবহ্ পুরুষহ্ পুরাণহ্ ত্বম্-অস্য বিশ্বস্য পরম্ নিধানম্।
বেত্তাহি বেদ্যম্ চ পরম্ চ ধাম ত্বয়া ততম্ বিশ্বম্-অনন্তরূপ ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দেঃ

হে অনন্ত! তুমি আদি দেবতা মহান,
অনাদি পুরুষ, বিশ্বের পরম বিধান।
তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর বিষ্ণুপদ তুমি,
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছ, ওহে অন্তর্যামী ॥

৪. সরলার্থ গদ্যেঃ

অর্জুন বললেন- হে অনন্তরূপ! তুমি আদিদেব ও অনাদি পুরুষ। তুমি এ জগতের পরম আশ্রয় এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্য। তুমি পরমধাম। তোমার দ্বারাই এ জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।

দ্বাদশ অধ্যায়: ভক্তিযোগ (শ্লোক নং-৫)
শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ১২/৫

২. উচ্চারণ:

ক্লেশঃ অধিকতরঃ তেষাম অব্যক্ত আসক্ত চেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতিঃ দুঃখম্ দেহবদ্ভিঃ অবাপ্যতে ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

অব্যক্তের উপাসনা বহু ক্লেশময় ।
তাহে ফল লভে নর দুঃখে অতিশয় ॥

৪. সরলার্থ-গদ্য:

শ্রীভগবান বললেন- যাদের মন ভগবানের অব্যক্ত নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত, তাদের ক্লেশ অধিকতর। কারণ, অব্যক্তের উপাসনার ফলে দেহধারী জীবদের কেবল দুঃখই লাভ হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ ভক্তিযোগ (শ্লোক নং-১৬)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোকঃ

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১২/১৬

২. উচ্চারণঃ

অনপেক্‌খহ্ শুচির্-দক্‌খ উদাষীনো গতব্যথহ্।
ছর্বারম্ভ-পরিত্যাগী ইয়ো মদ্-ভক্তহ্ ছ মে প্রিয়হ্ ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দেঃ

স্পৃহাহীন, অনলস, শুচি, উদাসীন,
তাড়িত হলেও যিনি মনোব্যথাহীন;
ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কর্মত্যাগী যিনি,
পরম ভক্ত ব'লে, মোর প্রিয় তিনি ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যেঃ

শ্রীভগবান বললেন- যিনি নিস্পৃহ (নিরপেক্ষ), সর্বদা পবিত্র, দক্ষ, উদাসীন, উদ্বেগশূন্য ও সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টার ফলত্যাগী, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ ভক্তিযোগ (শ্লোক নং-২০)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোকঃ

যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ১২/২০

২. উচ্চারণঃ

ইযে তু ধর্ম-অমৃতম্-ইদম্ ইয়থা-উক্তম্ পরিইয়ুপাহতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমাহ্ ভক্তাহ্তে-অতীব মে প্রিয়াহ্ ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দেঃ

হেন ধর্মামৃত করে অনুষ্ঠান করে যারা,
শ্রদ্ধাশীল প্রিয়তম মমভক্ত তারা ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যেঃ

শ্রীভগবান বললেন- যে সকল ভক্ত, আমি যেমন বলেছি, তেমনি অমৃততুল্য ধর্ম পালন করেন এবং আমাতে যাঁদের শ্রদ্ধা আছে, যাঁরা একমাত্র আমাকেই পরম আশ্রয় বলে জানেন সে-সকল ভক্তই আমার অত্যন্ত প্রিয়।

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোকঃ

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্ ।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ১৩/৮
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ১৩/৯
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ১৩/১০
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১৩/১১
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১৩/১২

২. উচ্চারণঃ

অমানিত্বম্-অদম্ভিত্বম্ হিম্ছা ক্ষান্তিঃ-আর্জবম্ ।
আচারইয়-উপাছনম্ শৌচম্ স্থৈরইয়ম্-আত্মবিনিগ্রহঃ ॥
ইন্দ্রিয়ঃ-অর্থেষু বৈরাগ্যম্ অনহঙ্কারঃ এব চ ।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি দুঃখ-দোষ-আনুদর্শনম্ ॥
অছক্তিঃ অনভিষ্বঙ্গঃ পুত্র-দার-গৃহাদিষু ।
নিত্যম্ চ ছমচিত্তত্বম্ ইষ্ট-অনিষ্ট-উপপত্তিষু ॥
ময়ি চ-অনন্যইয়োগেন ভক্তিঃ অব্যভিচারিণী ।
বিবিক্ত-দেশ-ছেবিত্বম্ অরতিঃ-জনছম্ছদি ॥

অধ্যাত্ম-জ্ঞান-নিত্যত্বম্   তত্ত্বজ্ঞান-অর্থ-দর্শনম্।
এতৎ-জ্ঞানম্-ইতি প্রোক্তম্   অজ্ঞানম্ যৎ-অতঃ-অন্যথা ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দেঃ
অমানিতা সহিষ্ণুতা দম্ভ সরলতা,
অহিংসা ও গুরু-সেবা প্রাণের স্থিরতা।
বিষয়ে বৈরাগ্য পার্থ অহং-ভাব ছাড়া,
জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি দুঃখে দোষ ধরা।
সংসারেতে অনাসক্তি নিঃস্পৃহতা আর,
তত্ততে সমজ্ঞান কুন্তীর কুমার।
একনিষ্ঠ মন আর নির্জন বসতি,
সঙ্গ-পরিহার আর ভক্তি মোর প্রতি।
আত্মজ্ঞানে থাকি নিত্য কর তত্ত্বার্থ সন্ধান,
জ্ঞান বলে জেনো তায় তা ছাড়া অজ্ঞান।

৪. সরলার্থ-গদ্যেঃ
শ্রীভগবান বললেন- অমানিত্ব, দম্ভশূন্যতা, অহিংসা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, সদগুরুর সেবা, শৌচ, স্থৈর্য, আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়-বিষয়ে বৈরাগ্য, অহংকারশূন্যতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ আদির দোষ দর্শন, স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তিশূন্যতা, স্ত্রী-পুত্রাদির সুখ-দুঃখে ঔদাসীন্য, সর্বদা সমচিত্তত্ব, আমার প্রতি অনন্যা ও অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জন স্থান প্রিয়তা, জনাকীর্ন স্থানে অরুচি, অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্যত্ববুদ্ধি এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন অনুসন্ধান-এই সমস্ত জ্ঞান বলে কথিত হয় এবং বিপরীত যা কিছু তা সবই অজ্ঞান।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ-যোগ (শ্লোক নং-১৩)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোকঃ

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১৩/১৩

২. উচ্চারণঃ

জ্ঞেয়ম্ ইয়াৎ-তৎ প্রবক্‌ষ্যামি   ইয়জ্-জ্ঞাত্বা-অমৃতম্-অশ্নুতে।

অনাদি মৎপরম্ ব্রহ্ম   ন ছৎ-তন্নাছদ্-উচ্যতে ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দেঃ

জ্ঞেয় যাহা কহিতেছি, জানিলে তা মোক্ষ পাবে,
অনাদি পরম ব্রহ্ম তাহা।
বিধি ও নিষেধ মুখে, প্রমাণ অতীত ব'লে,
সৎ বা অসৎ নহে যাহা ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যেঃ

শ্রীভগবান বললেন- আমি তোমাকে এখন জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে বলছি, যা জেনে তুমি অমৃতত্ত্ব লাভ করবে। সেই জ্ঞেয় বস্তু অনাদি অর্থাৎ পরম ব্রহ্মস্বরূপ। তিনি সৎ-ও নহেন, অসৎ-ও নহেন।

চর্তুদশ অধ্যায়: গুণত্রয়-বিভাগযোগ (শ্লোক নং-২৭)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ১৪/২৭

২. উচ্চারণ:

ব্রহ্মণহ্ হি প্রতিষ্ঠাহম্ অমৃতস্য-অব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্য-ঐকান্তিকস্য চ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

ব্রহ্মের প্রতিমারূপে, ঘনীভূত ব্রহ্ম আমি,
নিত্য মোক্ষ ধর্ম সনাতন।
সেইহেতু চিরশান্তি, অখণ্ড সুখের মোর,
প্রতিমা-স্বরূপ চিরন্তন॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

শ্রীভগবান বললেন- আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। আমি অব্যয় অমৃতত্ত্ব। আমিই শাশ্বত ধর্ম এবং ঐকান্তিক সুখের নিদান।

পঞ্চদশ অধ্যায়: পুরুষোত্তম-যোগ (শ্লোক নং-১)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

উর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১৫/১

২. উচ্চারণ:

উর্ধ্ব-মূলম্-অধহ্-শাখম্ অশ্বত্থম্ প্রাহুর্-অব্যয়ম্ ।
ছন্দাম্‌ছি ইয়স্য পর্ণানি ইয়স্‌তম্ বেদ স্ব বেদবিৎ ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

সংসার অশ্বত্থ বৃক্ষ, কহে জ্ঞানিগণ,
উর্ধ্বে তার মূলরূপে স্থিত নারায়ণ ।
অধোদিকে শাখা তার হিরণ্যগর্ভাদি,
বেদ-মন্ত্ররূপে পত্র শোভিছে অনাদি ।
হেন নিত্য অশ্বত্থকে জানে যেই জন,
সেই জ্ঞানী প্রকৃতই বেদ-পরায়ণ ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

শ্রীভগবান বললেন- এই সংসার একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায়। যার মূল উপরের দিকে এবং ডালগুলি নিচের দিকে। বেদমন্ত্রসকল যার পত্রস্বরূপ। সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষকে যিনি জানেন তিনিই বেদজ্ঞ।

পঞ্চদশ অধ্যায়: পুরুষোত্তম-যোগ (শ্লোক নং-৭)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ১৫/৭

২. উচ্চারণ:

মমৈব-অম্‌শো জীবলোকে জীবভূতহ্ ছনাতনহ্।
মনহ্-ষষ্ঠানি-ইন্দ্রিয়াণি প্রকৃতি-স্থানি কর্ষতি ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

জীব ভাবাপন্ন মোর অংশ সনাতন,
সর্বদা সংসারীরূপে খ্যাত যারা হন।
সংসার ভোগার্থে তারা করে আকর্ষণ,
প্রকৃতিতে স্থিত এই পঞ্চেন্দ্রিয় মন ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

শ্রীভগবান বললেন- এই দেহে আমারই সনাতন অংশ জীবাত্মা- প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে এই সংসারে আকর্ষণ করেন।

ষোড়শ অধ্যায়ঃ দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগযোগ (শ্লোক নং ১-৩)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোকঃ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥ ১৬/১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ১৬/২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ১৬/৩

২. উচ্চারণঃ

অভয়ম্ ছত্ত্ব-ছম্‌শুদ্ধিহ্ জ্ঞান-ইয়োগ-ব্যবস্থিতিহ্।
দানম্ দমশ্চ ইয়জ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥
অহিমছা ছত্যম্-অক্রোধহ্ ত্যাগহ্ শান্তির্-অপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষু-লোলুপ্ত্বম্ মার্দবম্ হ্রীর্-অচাপলম্ ॥
তেজহ্ ক্ষমা ধৃতিহ্ শৌচম্ অদ্রোহো ন-অতিমানিতা।
ভবন্তি ছম্পদম্ দৈবীম্ অভিজাতছ্য ভারত ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দেঃ

হে ভারত! নির্ভীকতা, চিত্ত প্রসন্নতা,
আত্মজ্ঞান-যোগ নিষ্ঠা, দান, সংযমতা,
যজ্ঞ, তপঃ, সরলতা, শাস্ত্র অধ্যয়ন,
অক্রোধ, অহিংসা, সত্য, শান্তি পরায়ণ,

ত্যাগ, পরনিন্দাহীন, দয়া ভূতগণে,
লোভশূন্য, মৃদুভাব, ক্ষমা, লজ্জা মনে,
চপলতাশূন্য, তেজ, অদ্রোহ স্বভাব,
ধৃতি, শৌচ, নিজ মান্য-অভিমানাভাব,
এই ষড়-বিংশ গুণ যোগ্য দেবতার,
সাত্ত্বিকী সম্পদে লক্ষ্য করি অনিবার।
সংসারে করেন যাঁরা জনম গ্রহণ,
তাঁহাদেরই হ'য়ে থাকে এ সব লক্ষণ ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যেঃ

শ্রীভগবান বললেন- হে ভারত! (১) নির্ভীকতা (ভগবানের উপর দৃঢ়তার সঙ্গে ভরসা করে নির্ভয়ভাবে থাকা), (২) চিত্তশুদ্ধি, (৩) জ্ঞানের জন্য যোগে দৃঢ়ভাবে অবস্থান, (৪) সাত্ত্বিক দান, (৫) ইন্দ্রিয় সংযম, (৬) যজ্ঞ (নিজ নিজ কর্তব্য পালন করা), (৭) শাস্ত্র-পাঠ (শাস্ত্র-সিদ্ধান্তসমূহ নিজ জীবনে পালন করা), (৮) তপস্যা, (৯) কায়মনোবাক্যে সরলতা, (১০) অহিংসা (১১) সত্যভাষণ, (১২) ক্রোধহীনতা, (১৩) কামনা-বাসনার ত্যাগ, (১৪) চিত্তে রাগ-দ্বেষজনিত চাঞ্চল্য না হওয়া, (১৫) পরনিন্দা-বর্জন, (১৬) জীবে দয়া, (১৭) লোভহীনতা, (১৮) মৃদুতা/বিনয়, (১৯) কু-কর্মে লজ্জা, (২০) অচপলতা (অচাঞ্চল্য অর্থাৎ যেকোন পরিস্থিতিতে মনকে স্থির রাখা), (২১) তেজস্বিতা, (২২) ক্ষমা, (২৩) ধৈর্য, (২৪) শারীরিক শুদ্ধি, (২৫) শত্রুভাব না-রাখা এবং (২৬) অহংকার-শূন্যতা- এই ২৬টি গুণ দৈবী-সম্পদপ্রাপ্ত মানুষের লক্ষণ।

ষোড়শ অধ্যায়: দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগযোগ (শ্লোক নং-২১)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ১৬/২১

২. উচ্চারণ:

ত্রিবিধম্ নরকস্য-ইদম্ দ্বারম্ নাশনম্-আত্মনহ্।
কামহ্ ক্রোধহ্-তথা লোভহ্ তস্মাদ্-এতৎ ত্রয়ম্ ত্যজেৎ ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

কাম ক্রোধ লোভ– এই তিন প্রকারের,
নরকের দ্বার তাই আত্ম বিনাশের।
রূপে তারা প্রাণিদের নীচ যোনি লয়,
অতএব এই তিন সদা ত্যাজ্য হয় ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

শ্রীভগবান বললেন- কাম, ক্রোধ এবং লোভ- এ তিনটি নরকের দ্বার স্বরূপ। অতএব ঐ তিনটি দোষ পরিত্যাগ করা একান্ত কর্তব্য।

সপ্তদশ অধ্যায়ঃ শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ (শ্লোক নং-২৩)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোকঃ

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ১৭/২৩

২. উচ্চারণঃ

অউম্ তৎ-ছৎ-ইতি নির্দেশো ব্রহ্মণছ্-ত্রিবিধহ্ (এ)ছমৃতহ্।
ব্রাহ্মণাছ্-তেন বেদাশ্চ ইয়জ্ঞাশ্চ বিহিতাহ্ পুরা ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দেঃ

'ওম্ তৎ সৎ'- এই তিনটি ব্রহ্মের নাম,

হইতেছে শাস্ত্রে নির্দেশিত।

সৃষ্টির প্রথমে এই ত্রিবিধ নামের দ্বারা,

বেদ যজ্ঞ ব্রাহ্মণ বিহিত ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যেঃ

শ্রীভগবান বললেন- 'ওঁ তৎ সৎ' এ তিনটি শব্দ ব্রহ্ম-নির্দেশক নাম শাস্ত্রে কথিত আছে। পরমাত্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে বেদবিদ্-ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্টি করেছেন। অতএব সেই পরমাত্মার নাম স্মরণ করেই যজ্ঞাদি ক্রিয়া আরম্ভ করা উচিত।

অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৪২)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥ ১৮/৪২

২. উচ্চারণ:

শমো দমস্-তপস্ শৌচম্ ক্ষান্তির্-আর্জবম্ এব চ।
জ্ঞানম্ বিজ্ঞানম্-আস্তিক্যম্ ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

শম-দম-তপঃ-শৌচ-ক্ষমা-সরলতা,
শাস্ত্রজ্ঞান অনুভব আর আস্তিকতা;
এ সকল গুণগুলি স্বভাব সঞ্জাত,
শুদ্ধচেতা ব্রাহ্মণের কর্ম বলি খ্যাত ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

শ্রীভগবান বললেন- শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য -এ নয়টি ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম।

অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৪৭)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ১৮/৪৭

২. উচ্চারণ:

শ্রেয়ান্ স্ব-ধর্মঃ বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্ব-অনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাব-নিয়তম্ কর্ম কুর্বন্-ন-আপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

অঙ্গহীন হইলেও স্বধর্ম সাধন,
পূর্ণ পরধর্ম হ'তে শ্রেষ্ঠ অনুক্ষণ।
স্বভাব বিহিত কর্ম করি আচরণ,
পাপভাগী লোকে নাহি হয় কদাচন॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

শ্রীভগবান বললেন- স্বধর্মোচিত কর্ম নির্গুণ হলেও উত্তম রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেয়। কারণ স্বভাব অনুসারে কর্ম করলে মানুষ পাপের ভাগী হয় না।

অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৬১)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ১৮/৬১

২. উচ্চারণ:

ঈশ্বরহ্ ছর্ব-ভূতানাম্ হৃদ্দেশে-অর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ ছর্ব-ভূতানি ইয়ান্ত্র আরূঢ়ানি মায়য়া ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

অন্তর্যামী ভগবান নিজ শক্তি বশে,
দেহরূপ যন্ত্রে উঠি মায়ার পরশে।
দেহজ্ঞানী জীবগণে করিয়া চালিত,
সর্বভূত হৃৎদেশে হন অধিষ্ঠিত॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

শ্রীভগবান বললেন- হে অর্জুন! ঈশ্বর সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত। তিনি নিজ মায়ার দ্বারা যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে পুতুলের ন্যায় তাদেরকে চালিত করেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়ঃ মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৬৫)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোকঃ

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ১৮/৬৫

২. উচ্চারণঃ

মন্‌মনা ভব মদ্-ভক্তহ্ মদ্‌ইয়াজী মাম্ নমস্কুরু।
মাম্-এব-এষ্যাহি ছত্যম্ তে প্রতিজানে প্রিয়হ্-অহি মে ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দেঃ

আমাতে মন-প্রাণ কর সমর্পণ,
মম ভক্ত হও তুমি করি শুদ্ধ মন।
আমারি উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কর তুমি আর,
আমাকেই প্রীতিভরে কর নমস্কার।
সত্যই প্রতিজ্ঞা করি কহি ইহা আমি,
কেন না অতীব মোর প্রিয় হও তুমি ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যেঃ

শ্রীভগবান বললেন- তুমি আমাতে চিত্ত স্থির কর এবং আমার ভক্ত হও। আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এজন্য আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি যে, এভাবে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৬৬)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ১৮/৬৬

২. উচ্চারণ:

ছর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মাম্-একম্ শরণম্ ব্রজ।
অহম্ ত্বাম্ ছর্বপাপেভ্যহ্ মোক্‌ষয়িষ্যামি মা শুচহ্ ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

সর্বকর্ম পরিহরি, কুন্তীর নন্দন,
একমাত্র আমারই লওহে শরণ।
সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিব তোমায়,
শোকাকুল হইও নাকো বৃথা আশঙ্কায় ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

শ্রীভগবান বললেন- সর্ব প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সে বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না।

অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৭৩)

অর্জুন উবাচ

১. মূল শ্লোক:

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।

স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ১৮/৭৩

২. উচ্চারণ:

নষ্টহ্ মোহহ্ (এ)স্মৃতির্-লব্ধা ত্বৎ-প্রসাদাৎ-ময়া-অচ্যুত।

স্থিতহ্-অস্মি গতসন্দেহহ্ করিষ্যে বচনম্ তব ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

হে অচ্যুত! লবে মোর তোমায় কৃপায়,
বিনষ্ট হইল মোহ, দ্বিধা নাহি তায়।
আমার স্বরূপ-স্মৃতি হইল জাগরিত,
যুদ্ধের নিমিত্ত আমি হইলাম উত্থিত।
সকল সংশয় মোর এবে অপহৃত,
তোমার আদেশে আমি হব কার্যরত ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

অর্জুন বললেন- হে অচ্যুত! তোমার কৃপায় এখন আমার মোহ দূর হয়েছে। আমার স্মৃতি ফিরে এসেছে, আমি যথাজ্ঞানে অবস্থিত হয়েছি এবং আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হয়েছে। আমি এখন তোমার নির্দেশ অনুসারে আচরণ করব।

অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৭৮)

সঞ্জয় উবাচ

১. মূল শ্লোক:

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ১৮/৭৮

২. উচ্চারণ:

ইযত্র ইযোগেশ্বরহ্ কৃষ্ণো ইযত্র পার্থহ্ ধনুর্ধরহ্।
তত্র শ্রীহ্-বিজয়হ্ ভূতিহ্ ধ্রুবা নীতিহ্-মতিহ্-মম ॥

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

যে পক্ষে থাকেন এই কৃষ্ণ যোগেশ্বর,
যে স্থানে থাকেন আর পার্থ ধনুর্ধর।
সে পক্ষেই রাজলক্ষী, বিজয়, সম্পদ,
আর স্থির নীতি থাকে- ইহা মোর মত ॥

৪. সরলার্থ-গদ্যে:

সঞ্জয় বললেন- যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্ধর পার্থ, সেখানেই ঐশ্বর্য, বিজয়, সামগ্রিক অভ্যুদয় ও সনাতন ধর্মনীতি বর্তমান- এটিই আমার নিশ্চিত বিশ্বাস।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

১। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা শাস্ত্রের সংকলক কে?
উঃ বেদব্যাস (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন)।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার শ্লোক সংখ্যা কত?
উঃ ৭০০ (সাতশত)।

৩। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা কয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত?
উঃ ১৮টি অধ্যায়ে।

৪। অধ্যায়গুলোর নাম কী কী?

(১) অর্জুন বিষাদযোগ।
(২) সাংখ্যযোগ।
(৩) কর্মযোগ।
(৪) জ্ঞানযোগ।
(৫) কর্মসন্ন্যাসযোগ।
(৬) অভ্যাসযোগ।
(৭) জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ।
(৮) অক্ষর ব্রহ্ম-যোগ।
(৯) রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য যোগ।
(১০) বিভূতি-যোগ।
(১১) বিশ্বরূপ-দর্শন যোগ।
(১২) ভক্তিযোগ।
(১৩) ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগ।
(১৪) গুণত্রয় বিভাগযোগ।
(১৫) পুরুষোত্তম-যোগ।
(১৬) দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগযোগ।
(১৭) শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ।
(১৮) মোক্ষযোগ।

৫। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কেন আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন?

উঃ অর্জুনের শোক ও মোহ দূর করার জন্য।

৬। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা কে শুনিয়েছিলেন?

উঃ সঞ্জয়।

৭। কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র বলা হয়েছে কেন?

উঃ এই স্থানটি একটি মহাপীঠ, দেবী ভদ্রকালী এবং ভৈরব এখানকার স্থাণু ঈশ্বর।

৮। এক বাহিনী বলতে সৈন্য সংখ্যা কত?

উঃ ৮১০টি রথ, ৮১০টি হস্তী, ৮১০০ অশ্ব এবং ৮১০০০ জন পদাতিক সৈন্য।

৯। যিনি পাঁচ সহস্র যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করেন তাকে কি বলা হয়?

উঃ রথী।

১০। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সর্বপ্রথম কোন রাজা শঙ্খধ্বনি করেছিলেন?

উঃ দুর্যোধন।

১১। অর্জুনের রথের সারথি কে ছিলেন?

উঃ শ্রীকৃষ্ণ।

১২। চার আশ্রম কী কী?

উঃ ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস।

১৩। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় কী কী?

উঃ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক।

১৪। ধর্ম সাধনায় পাঁচটি মহাব্রত কী কী?

উঃ অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ।

১৫। অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বস্তুটি কি?

উঃ আত্মা।

১৬। কর্ম হতে যদি জ্ঞান বড় হয়, তাহলে আমাকে কর্মে নিয়োগ করছো কেন? উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কী বলেছিলেন?

উঃ যেহেতু কর্ম না করা থেকে কর্ম করা শ্রেষ্ঠ, সেজন্য অনাসক্ত হয়ে কর্ম কর।

১৭। কোন কোন প্রয়োজনে শ্রীভগবান অবতার হয়ে অবতীর্ণ হন?

উঃ (১) সাধুদের পরিত্রাণ (২) ধর্ম সংস্থাপন (৩) দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ ইত্যাদি প্রয়োজনে।

১৮। চাতুর্বর্ণ কী কী?

উঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

১৯। কর্ম কয় প্রকার ও কী কী?

উঃ দুই প্রকার- সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম।

২০। মনুষ্য শরীরে নবদ্বার কী কী?

উঃ দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা, মুখ, উপস্থ এবং পায়ু।

২১। নবদ্বার বিশিষ্ট দেহপুরের প্রভু কে? অর্থাৎ কে বাস করেন?

উঃ আত্মা।

২২। বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালে সমদর্শী যারা হন, তাদেরকে কি বলে?

উঃ যথার্থ পণ্ডিত।

২৩। তত্ত্বজ্ঞানীরা সামাজিক দোষে দুষ্ট নন কেন?

উঃ তারা সর্বক্ষণ ব্রহ্মবস্তুতে স্থিত হন।

২৪। নির্বাণ লাভ বলতে কি বুঝায়?

উঃ যাতে সর্বদুঃখের নাশ হয় এবং যা পরমানন্দস্বরূপ তাই নির্বাণ।

২৫। নিত্য কর্ম বলিতে কি বুঝায়?

উঃ সন্ধ্যা-বন্দনাদি কর্ম।

২৬। অবতার কয় প্রকার ও কী কী?

উঃ ভগবানের অবতারসমূহ ছয় ভাগে বিভক্ত।
যথা- পুরুষাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার, লীলাবতার ও শক্ত্যাবেশাবতার।

২৭। গীতার একাদশতম অধ্যায়টির নাম কি?

উঃ বিশ্বরূপদর্শন-যোগ।

২৮। ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কি দান করেছিলেন?

উঃ দিব্য চক্ষু।

২৯। কোন প্রকার ভক্তদের শ্রীভগবান সংসার-সাগর হতে উদ্ধার করেন?

উঃ যারা সর্বকর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করে তৎপরায়ণ হয়ে অনন্য যোগের দ্বারা তাঁর ধ্যান ও উপাসনা করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ১২/৭

৩০। এই সংসার নামক বিষয়টি কী ?

উঃ সুখ-দুখের সংভোগই সংসার।

৩১। দেহের দোষগুণ কি আত্মাকে স্পর্শ করে?

উঃ না।

৩২। গুণ সকল কী কী?

উঃ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ।

৩৩। সত্ত্ব গুণের লক্ষণ কী কী?

উঃ নির্মল প্রকাশক, অনাময়, সুখাসক্তিরূপ এবং জ্ঞানাসক্তিরূপ।

৩৪। রজোগুণের লক্ষণ কী কী?

উঃ তৃষ্ণা এবং অসঙ্গের জনক, ফল কর্মাসক্তি।

৩৫। তমোগুণের লক্ষণ কী কী?

উঃ তমোগুণ অজ্ঞান হতে জাত। মূর্খতাজন্য-প্রমাদ, আলস্য এবং নিদ্রা স্বভাব।

৩৬। ত্রিগুণের সংক্ষিপ্ত কার্যাবলী কী কী?

উঃ সত্ত্বগুণ জীবকে সুখে সম্বন্ধিত করে, রজোগুণ কর্মে এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করে প্রমোদে সম্বন্ধিত করে।

৩৭। তিন গুণের ফল কিরূপ?

উঃ ক) সাত্ত্বিক কর্মের ফল-নির্মল (খ) রজোগুণের ফল-দুঃখ। (গ) তমোগুণের ফল-অজ্ঞান।

৩৮। চার উপবেদ কী কী?

উঃ আয়ুর্বেদ, ধনুঃর্বেদ, গান্ধর্ববেদ, ও অথর্ববেদ।

৩৯। উপাঙ্গ পাঁচটি কী কী?

উঃ তন্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি এবং দর্শন।

৪০। প্রাণায়াম কি?

উঃ শ্বাস-প্রশ্বাস সংযত করা। এর তিনটি পর্যায়- ১. রেচক (শ্বাস ত্যাগ করা), ২. পুরক (শ্বাস গ্রহণ করা), ৩. কুম্ভক (বায়ুকে শরীরের ভিতরে অথবা বাইরে রাখা)।

৪১। প্রশংসা, সম্মান এবং পূজা পাবার আশায় দম্ভের সহিত যে তপস্যা করা হয়, যা অধ্রুব তাহাকে কি বলে?

উঃ রাজসীক তপস্যা।

৪২। উপযুক্ত দেশে, কালে এবং পাত্রে দান করা উচিত'- এইরূপ উপদেশজনিত শ্রদ্ধাবুদ্ধিতে, সমর্থ ও অসমর্থ কিন্তু অনুপকারীকে নিরপেক্ষভাবে যে দান দেওয়া হয় তাহাকে কোন প্রকার দান বলে?

উঃ সাত্ত্বিক দান।

৪৩। যে দান ফল উদ্দেশ্য করে এবং দান কালে মনে কষ্ট করে দেওয়া হয়- তাহাকে কোন প্রকার দান বলা হয়?

উঃ রাজসিক দান।

৪৪। ব্রাহ্মণের নয়টি স্বাভাবিক কর্ম কী কী?

উঃ শম, দম, তপঃ শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, শাস্ত্রজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান এবং গুরু- বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস।

৪৫। ক্ষত্রিয়ের **শৌর্যাদি** সাতটি স্বাভাবিক কর্ম কী কী?

উঃ শৌর্য, তেজ, ধৈর্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান এবং ঈশ্বরভাব।

৪৬। বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম কী কী?

উঃ কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য।

৪৭। শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম কী কী?

উঃ সেবা (পরিচর্যা)।

৪৮। সিদ্ধি লাভের উপায় কী?

উঃ স্বকর্মদ্বারা ঈশ্বরকে অর্চনা করা। (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ১৮/৪৬)

৪৯। অর্জুনের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বগুহ্যতম শেষ উপদেশটি কী ছিল?

উঃ হে অর্জুন, তুমি ভগবানের হও, তাঁর পূজা কর, তাঁকে নমস্কার কর, তাহলেই তুমি তাঁকে লাভ করবে।

৫০। সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র ঈশ্বরে শরণ গ্রহণ করলে, সাধকের লাভ কী হবে?

উঃ সর্বপাপ থেকে তিনি সাধককে রক্ষা করবেন।

৫১। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় কোন অধ্যায়ে কতটি শ্লোক রয়েছে?
উঃ

অধ্যায়ের নাম	শ্লোক সংখ্যা	অধ্যায়ের নাম	শ্লোক সংখ্যা
প্রথম	৪৬	দশম	৪২
দ্বিতীয়	৭২	একাদশ	৫৫
তৃতীয়	৪৩	দ্বাদশ	২০
চতুর্থ	৪২	ত্রয়োদশ	৩৫
পঞ্চম	২৯	চতুর্দশ	২৭
ষষ্ঠ	৪৭	পঞ্চদশ	২০
সপ্তম	৩০	ষোড়শ	২৪
অষ্টম	২৮	সপ্তদশ	২৮
নবম	৩৪	অষ্টাদশ	৭৮

৫২। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় যোগ কী?

উঃ কর্মের কৌশল হলো যোগ।

৫৩। ধর্ম যুদ্ধ কী?

উঃ আত্মরক্ষা, ধর্মরক্ষা, সমাজরক্ষা, প্রজারক্ষা, স্বদেশরক্ষা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য ধর্মযুদ্ধ।

৫৪। যজ্ঞ কী?

উঃ ব্রহ্মের উদ্দেশ্যেকৃত সকল কর্মই যজ্ঞ।

৫৫। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা কার মুখনিঃসৃত বাণী?

উঃ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী।

৫৬। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা অনুষ্টুপ্ ছন্দের শ্লোক কতটি রয়েছে?

উঃ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় অনুষ্টুপ ছন্দের শ্লোক ৬৪৫টি রয়েছে।

৫৭। কোন যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ?

উঃ জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ।

৫৮। ইন্দ্রবজ্রা ছন্দে পবিত্র গীতায় শ্লোক সংখ্যা কত?

উঃ ইন্দ্রবজ্রা ছন্দে পবিত্র গীতায় ১০টি শ্লোক (২য়, ৮ম, ৯ম, ১১শ ও ১৫শ অধ্যায়ে)।

৫৯। ইন্দ্রবজ্রা ছন্দে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার শ্লোক সংখ্যা কত?

উঃ ইন্দ্রবজ্রা ছন্দে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোক সংখ্যা ৯টি (২য় ও ১১শ অধ্যায়)।

৬০। বিপরীতপূর্ব ছন্দে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার শ্লোক সংখ্যা কত?

উঃ বিপরীতপূর্ব ছন্দে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার শ্লোক সংখ্যা ৭টি (১৫শ ও ১১শ অধ্যায়ে)।

৬১। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য ছন্দগুলো কী কী

উঃ অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ, উপজাতি, ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা ও বিপরীতপূর্বা।

৬২। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার সবচেয়ে বেশি শ্লোক কোন ছন্দে রয়েছে?

উঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দে।

৬৩। গীতায় ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে মোট কতটি শ্লোক রয়েছে?

উঃ গীতায় ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে মোট ৫৫টি শ্লোক রয়েছে।

৬৪। দ্রোণাচার্য্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম শিষ্য কে?

উঃ দ্রোণাচার্য্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম শিষ্য অর্জুন।

৬৫। অর্জুনের মাতার নাম কী?

উঃ অর্জুনের মাতার নাম কুন্তী (আরেক নাম পৃথা)।

৬৬। বৈরাগ্য কি?

উঃ বৈরাগ্য হলো নশ্বর বস্তুতে আসক্তিহীনতা।

৬৭। পঞ্চ পাণ্ডবের নাম কী?

উঃ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব।

৬৮। কর্ণের পরিচয় দিন?

উঃ কর্ণ কুন্তীর পুত্র। সূর্যের অনুগ্রহে কুন্তী কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণ অর্জুনের হাতে নিহত হন।

৬৯। দুর্যোধন কে?

উঃ দুর্যোধন হস্তিনাপুরের রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বড় ছেলে। তার মা গান্ধারী। দুর্যোধন অত্যাধিক অভিমানি ও ঈর্ষাপরায়ন। বাবা জন্মান্ধ বলে কাকা পাণ্ডু রাজা হলেন। তাতেই তার ঈর্ষা বেড়ে যায়। এতে দুর্যোধন ও পাণ্ডবদের মধ্যে রাজ্য ভাগ হয়। কপট পাশা খেলায় যুধিষ্ঠিরকে হারিয়ে দুর্যোধন পাণ্ডবদের ১২ বছর বনবাস ও ১ বছর অজ্ঞাতবাসে পাঠিয়ে নিজেই রাজ্য ভোগ করেন। বনবাস থেকে পাণ্ডবেরা ফিরে এলে প্রতিজ্ঞামতে তিনি পাণ্ডবদেরকে তাদের রাজ্যযশ ফিরিয়ে না দিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

৭০। গীতার পুরো নাম কি?

উঃ গীতার পুরো নাম শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

৭১। গীতার অপর নাম কি?

উঃ গীতার অপর নাম গীতোপনিষদ।

৭২। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোণাচার্য কাদের পক্ষ অবলম্বন করেন?

উঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোণাচার্য দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেন।

৭৩। ভগবান কীসের উপর ভিত্তি করে চার শ্রেণির বর্ণ সৃষ্টি করেছেন?

উঃ প্রকৃতির তিনটি গুণ ও কর্ম অনুসারে ভগবান মানব সমাজে চারটি বর্ণ বিভাগ সৃষ্টি করেছেন।

৭৪। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার প্রথম অধ্যায়ের নাম কি?

উঃ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার প্রথম অধ্যায়ের নাম অর্জুন বিষাদ-যোগ।

৭৫। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার প্রথম অধ্যায়ে মোট কতটি শ্লোক রয়েছে?

উঃ ৪৬টি।

৭৬। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কত দিন চলেছিল?

উঃ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ১৮ দিন চলেছিল।

৭৭। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম কি?

উঃ সাংখ্যযোগ।

৭৮। সাংখ্যযোগ অধ্যায়ে মোট শ্লোক সংখ্যা কত?

উঃ ৭২টি।

৭৯। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় কোন পাঁচটি বিষয় মুখ্য আলোচিত হয়েছে?

উঃ ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম।

৮০। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা কয়টি ষটকে বিভক্ত? ষটকগুলোর নাম কী কী?

উঃ ৩টি। যথা- ১। কর্মষটক (১ম থেকে ৬ষ্ঠ অধ্যায়), ২। ভক্তিষটক (৭ম থেকে ১২শ অধ্যায়), ৩। জ্ঞানষটক (১৩শ থেকে ১৮শ অধ্যায়।

৮১। গীতাজ্ঞান কে, কাকে, কোন স্থানে প্রদান করেছিলেন?

উঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয়সখা ও শিষ্য অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে প্রদান করেছিলেন।

৮২। গীতায় অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রথম শিক্ষা কী ছিল?

উঃ যিনি জ্ঞানী তিনি জানেন দেহ কী ও আত্মা কী, তাই তিনি জীবিত অথবা মৃত কোন অবস্থাতেই দেহের জন্য শোক করেন না।

৮৩। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের শঙ্খের নাম কী কী?

উঃ শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম-পাঞ্চজন্য ও অর্জুনের শঙ্খের নাম-দেবদত্ত।

৮৪। গীতার ৭০০টি শ্লোকের মধ্যে কে কতটি বলেছেন?

উঃ গীতার ৭০০টি শ্লোকের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র ১টি, সঞ্জয় ৪০টি, অর্জুন ৮৫টি ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ৫৭৪ টি শ্লোক বলেছেন।

৮৫। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কতক্ষণ সময়ে গীতার জ্ঞান দান করেছিলেন?

উঃ মাত্র ৪০ মিনিটে।

৮৬। গীতা কি ছন্দে রচিত?

উঃ গীতা অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত। তবে এর মধ্যে কিছু শ্লোক ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে রয়েছে।

৮৭। গীতায় অনুষ্টুপ্ ছন্দ ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের শ্লোক সংখ্যা কত?

উঃ গীতায় অনুষ্টুপ্ ছন্দের শ্লোক সংখ্যা ৬৪৫টি এবং ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের শ্লোক সংখ্যা ৫৫টি।

৮৮। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্ব প্রথম গীতার জ্ঞান কাকে দান করেছিলেন?

উঃ সূর্যদেব বিবস্বানকে।

৮৯। সূর্যদেব গীতার জ্ঞান কাকে দিয়েছিলেন?

উঃ মানব জাতির জনক মনুকে।

৯০। কত বছর পূর্বে পান্ডুপুত্র অর্জুন গীতার জ্ঞান পেয়েছিলেন?

উঃ এখন থেকে প্রায় ৫২০০ বছর পূর্বে।

৯১। অনুষ্টুপ্ ছন্দ ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ কত অক্ষর বিশিষ্ট?

উঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দের প্রতিটি শ্লোক ৩২ অক্ষর বিশিষ্ট আর ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের প্রতিটি শ্লোক ৪৪ অক্ষর বিশিষ্ট।

৯২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের কয়টি করে নাম উল্লেখ আছে?

উঃ অর্জুনের ২০টি ও শ্রীকৃষ্ণের ৩৩টি নাম উল্লেখ আছে।

৯৩। কোন অধ্যায়কে গীতার সারাংশ বলা হয়?

উঃ দ্বিতীয় অধ্যায়কে।

৯৪। কখন কাল থেমে যায়?

উঃ ভগবান যখন বিশ্বরূপ দেখান তখন কাল থেমে যায়।

৯৫। গীতায় দিব্যভাব সমম্বিত ব্যক্তিদের কতটি গুণের কথা বলা হয়েছে?

উঃ ২৬টি।

৯৬। গীতায় নারীর কয়টি গুণের কথা বলা হয়েছে?

উঃ ২৬টি।

৫. দান	১৪. অক্রোধ	২৩. অহিংসা
৬. ইন্দ্রিয় সংযম	১৫. কুকর্মে লজ্জা	২৪. শান্তি
৭. যজ্ঞ	১৬. অচাঞ্চল্য	২৫. পরনিন্দা বর্জন
৮. তপঃ	১৭. তেজস্বিতা	২৬. জীবে দয়া
৯. শাস্ত্র অধ্যায়ন	১৮. ক্ষমা	

১১৮। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা অধ্যয়ন করলে কী হয়?

উঃ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার অধ্যয়নে জ্ঞান যজ্ঞে ভগবানের অর্চনা হয়।

১১৯। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ শেষে পাণ্ডবপক্ষে কে কে জীবিত ছিলেন?

উঃ শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি।

১২০। যুদ্ধ শেষে কৌরবপক্ষে কে কে জীবিত ছিলেন?

উঃ কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা।

১২১। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির কত বছর রাজত্ব করেছিলেন?

উঃ ৩৬ বছর।

১২২। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কোন মাসে শুরু হয়?

উঃ কার্তিক মাসে।

১২৩। কুরুক্ষেত্র কোথায় অবস্থিত?

উঃ কুরুক্ষেত্র ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের কুরুক্ষেত্র নামক জেলায় অবস্থিত।

১০৪। আত্মার বৈশিষ্ট্য কিরূপ?

উঃ আত্মার কখনো জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না বা বৃদ্ধি হয় না। আত্মাকে অস্ত্রের দ্বারা কাটা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে ভিজানো যায় না অথবা হাওয়াতে শুকানো যায় না। আত্মা জন্মরহিত, শাশ্বত, নিত্য এবং পুরাতন হলেও চির নবীন।

১০৫। ভগবান কখন পৃথিবীতে আবির্ভূত হন?

উঃ যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়। তখন ভগবান নিজেকে প্রকাশ করে আবির্ভূত হন।

১০৬। ভগবান কেন অবতীর্ণ হন?

উঃ সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন।

১০৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৮শ অধ্যায়ে মোট কতটি শ্লোক রয়েছে?

উঃ ৭৮টি।

১০৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের নাম কি?

উঃ জ্ঞান যোগ।

১০৯। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা কত?

উঃ ৪২টি।

১১০। দিব্যচক্ষু কী?

উঃ দিব্যচক্ষু হলো দেবতার চক্ষু।

১১১। পরমাত্মা কী?

উঃ পরমাত্মা সর্বব্যাপি চৈতন্য স্বরূপ যা থেকে জগতের সকল আত্মা এসেছে এবং যাতে পুনরায় ফিরে যাবে। পরমাত্মা নির্গুণ নিরাকার।

১১২। লোভ কী?

উঃ ভোগ করার লালসাই লোভ।

১১৩। কাম কী?

উঃ লোভনীয় বস্তুর ভোগই কাম।

১১৪। ক্রোধ কী?

উঃ কাম্যবস্তুর ভোগের পথে যে বাধা তা দূর করার নিমিত্ত্ব যে উত্তপ্ত প্রচেষ্টা তাই ক্রোধ।

১১৫। ধর্ম শাস্ত্র কী?

উঃ কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণায়ক শাস্ত্রকে ধর্ম শাস্ত্র বলে।

১১৬। শাস্ত্র বিধি কী?

উঃ শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে নির্দেশিত বিধিই শাস্ত্র বিধি।

১১৭। দৈবী সম্পদ কতটি এবং কী কী? অথবা দৈবী প্রকৃতির গুণাবলি কয়টি এবং কী কী?

উঃ দৈবী সম্পদ ২৬ টি যথা :

১. নির্ভীকতা	১০. সরলতা	১৯. ধৃতি
২. চিত্তশুদ্ধি	১১. অহিংসা	২০. শৌচ
৩. আত্মজ্ঞান নিষ্ঠা	১২. সত্য	২১. অলোভ
৪. কর্মযোগে তৎপরতা	১৩. ত্যাগ	২২. অনভিমান

৫. দান	১৪. অক্রোধ	২৩. অহিংসা
৬. ইন্দ্রিয় সংযম	১৫. কুকর্মে লজ্জা	২৪. শান্তি
৭. যজ্ঞ	১৬. অচাঞ্চল্য	২৫. পরনিন্দা বর্জন
৮. তপঃ	১৭. তেজস্বিতা	২৬. জীবে দয়া
৯. শাস্ত্র অধ্যয়ন	১৮. ক্ষমা	

১১৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করলে কী হয়?

উঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অধ্যয়নে জ্ঞান যজ্ঞে ভগবানের অর্চনা হয়।

১১৯। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ শেষে পাণ্ডবপক্ষে কে কে জীবিত ছিলেন?

উঃ শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি।

১২০। যুদ্ধ শেষে কৌরবপক্ষে কে কে জীবিত ছিলেন?

উঃ কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা।

১২১। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির কত বছর রাজত্ব করেছিলেন?

উঃ ৩৬ বছর।

১২২। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কোন মাসে শুরু হয়?

উঃ কার্তিক মাসে।

১২৩। কুরুক্ষেত্র কোথায় অবস্থিত?

উঃ কুরুক্ষেত্র ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের কুরুক্ষেত্র নামক জেলায় অবস্থিত।

১২৪। সঞ্জয় কে ছিলেন?

উঃ সঞ্জয় সুতবংশীয় গবলগণের পুত্র। প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রের অমাত্য ও পরে মন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছিলেন।

১২৫। ভীষ্মদেব কে?

উঃ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পিতৃব্য এবং যুদ্ধে কৌরবদের প্রধান সেনাপতি।

১২৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আঠারটি (গুহ্য) নাম কী কী?

উঃ নামগুলো হলো ১. গঙ্গা ২. গীতা ৩. সাবিত্রী ৪. সীতা ৫. সত্যা ৬. পতিব্রতা ৭. ব্রহ্মাবলি ৮. ব্রহ্মবিদ্যা ৯. ত্রিসন্ধ্যা ১০. মুক্তিগেহিনী ১১. অর্ধমাত্রা ১২. চিদানন্দা ১৩. ভবঘ্নী ১৪. ভ্রান্তিনাশিনী ১৫. বেদত্রয়ী ১৬. পরানন্দা ১৭. তত্ত্বার্থ ১৮. জ্ঞানমঞ্জরী।

১২৭। শ্রীকৃষ্ণ কে?

উঃ শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান।

১২৮। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কেশব কেন?

উঃ কেশী নামক দৈত্যকে বধ করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কেশব।

১২৯। মঙ্গলাচরণ কী?

উঃ মন্ত্রসহযোগে পূর্বতন আচার্যদের কৃপা প্রার্থনা করার প্রক্রিয়াকে মঙ্গলাচরণ বলা হয়।

১৩০। চারটি যুগের নাম কী কী?

উঃ ১. সত্য ২. ত্রেতা ৩. দ্বাপর ৪. কলি।

১৩১। চার যুগের অবতারদের নাম কী কী?

উঃ • সত্যযুগের অবতার শ্রীহরি বা নারায়ণ,

• ত্রেতা যুগের অবতার শ্রীরামচন্দ্র,

• দ্বাপর যুগের অবতার শ্রীবলরাম এবং

• কলি যুগের অবতার কল্কি।

১৩২। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব স্থান কোথায়?

উঃ মথুরা।

১৩৩। কংস কে ছিলেন?

উঃ কংস ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের মামা।

১৩৪। শ্রীমদ্ভগবদগীতার বক্তা কতজন?

উঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বক্তা মোট চারজন। তারা হলেন শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, সঞ্জয় ও ধৃতরাষ্ট্র।

১৩৫। আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য কী?

উঃ পরমাত্মা স্বয়ং ভগবান এবং আত্মা হলো পরমাত্মার অংশ।

১৩৬। ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের কি নামে ডাকা হতো?

উঃ ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের কৌরব নামে ডাকা হতো।

১৩৭। পাণ্ডুর পুত্রদের কি নামে ডাকা হতো?

উঃ পাণ্ডুর পুত্রদের পাণ্ডব নামে ডাকা হতো।

১৩৮। ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কি?

উঃ দুর্যোধন।

১৩৯। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কারা ধর্মের পথে ছিলেন?

উঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবরা ধর্মের পথে ছিলেন।

১৪০। শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলা হয় কেন?

উঃ সমস্ত ঈশ্বরের যিনি ঈশ্বর তিনি পরমেশ্বর। তাই শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলা হয়। যিনি সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের পূর্ণ অধিকারী তিনি পরমেশ্বর ভগবান।

১৪১। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কোন উপনিষদ থেকে নেয়া হয়েছে?

উঃ কলি সন্তরণ উপনিষদ থেকে।

১৪২। কৃষ্ণ শব্দের অর্থ কী?

উঃ সর্বাকর্ষ।

১৪৩। সাত্যকী বা যুযুধান কে?

উঃ সাত্যকী যাদব বংশীয় মহাযোদ্ধা, অর্জুনের পরম বান্ধব। দ্রোনাচার্যের শিষ্য। সত্যকের ছেলে, তাই নাম সাত্যকী।

১৪৪। অর্জুনকে কেন কৌন্তেয় বলা হয়?

উঃ অর্জুন কুন্তীদেবীর পুত্র। তাই অর্জুনকে কৌন্তেয় বলা হয়।

১৪৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আলোচিত মুখ্য ৫টি তত্ত্ব কী কী?

উঃ ঈশ্বরতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, কালতত্ত্ব (নিত্য) এবং কর্মতত্ত্ব (অনিত্য)।

১৪৬। জীবের স্থুল শরীর কী কী দিয়ে তৈরি?

উঃ জীবের স্থুল শরীর ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ দিয়ে তৈরি।

১৪৭। জীবের সূক্ষ্ম শরীর কী কী দিয়ে তৈরি?

উঃ জীবের সূক্ষ্ম শরীর মন, বুদ্ধি ও অহংকার দিয়ে তৈরি।

১৪৮। জন্মান্তর বলতে কি বুঝায়?

উঃ প্রতিটি জীবকে মৃত্যুর পর কর্মফল ভোগ শেষে পুনরায় নতুন জন্ম লাভ করতে হয়, একেই জন্মান্তরবাদ বলা হয়।

১৪৯। ন্যায় যুদ্ধে মৃত্যু হলে কী হবে?

উঃ স্বর্গ লাভ।

১৫০। দুর্যোধনের মাতার নাম কি ছিল?

উঃ দুর্যোধনের মাতার নাম ছিল গান্ধারী।

১৫১। উপনিষদ কয়টি?

উঃ ১০৮টি।

১৫২। বেদ ও উপনিষদের সারমর্ম কী?

উঃ বেদ ও উপনিষদের সারমর্ম শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

১৫৩। হৃষিকেশ নামের অর্থ কী?

উঃ যিনি ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন তিনিই হৃষিকেশ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরেক নাম হৃষিকেশ।

১৫৪। শ্রীকৃষ্ণের পিতা ও মাতার নাম কী?

উঃ শ্রীকৃষ্ণের পিতার নাম বসুদেব ও মাতার নাম দেবকি।

১৫৫। পাণ্ডব ও কৌরবদের পিতামহের নাম কি ছিল?

উঃ পাণ্ডব ও কৌরবদের পিতামহের নাম ছিল ভীষ্মদেব।

১৫৬। সঞ্জয় রাজ প্রসাদে বসে কিভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছিলেন?

উঃ ব্যাসদেবের আশীর্বাদে দিব্যদৃষ্টি লাভ করে।

১৫৭। অর্জুনের রথের পতাকার কি চিহ্ন ছিল?

উঃ হনুমান চিহ্ন ছিল।

১৫৮। ধৃতরাষ্ট্র কুরুক্ষেত্র নামক স্থানকে কি হিসেবে সম্বোধন করেছিলেন?

উঃ ধর্মক্ষেত্র।

১৫৯। জীবাত্মার নিত্য ধর্ম কী?

উঃ জীবাত্মার নিত্য ধর্ম হলো ভগবানের সেবা করা।

১৬০। পরাশর মুনি কে?

উঃ ব্যাসদেবের পিতা।

১৬১। দেহ এবং আত্মার মধ্যে পার্থক্য কী?

উঃ দেহ সর্বদা পরিবর্তনশীল, অনিত্য, স্থূল, নশ্বর ও বিনাশশীল। অপরদিকে আত্মা অপরিবর্তনীয়, নিত্য, অবিনশ্বর, অক্ষয়, অব্যয়, সূক্ষ্ম ও আনন্দময়।

১৬২। বেদের ৪টি অংশ কী কী?

উঃ বেদের ৪টি অংশ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ।

১৬৩। শ্রীকৃষ্ণ কি ভগবান?

উঃ হ্যাঁ। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান।

১৬৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অধ্যয়নের শুরুতে কী মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়?

উঃ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

১৬৫। তোমার তুমি দেহ না আত্মা?

উঃ আত্মা।

১৬৬। গীতার মতে কিরূপ কর্ম করা উচিত?

উঃ নিষ্কাম কর্ম।

মঙ্গলাচরণ

১। মঙ্গলাচরণের প্রারম্ভে করণীয়:

নির্দিষ্ট ও পবিত্র স্থানে পদ্মাসনে বা সুখাসনে বসা। (পরিশিষ্ট-০৩)।

- ওঁ তৎ সৎ মন্ত্র ১ বার উচ্চারণ করা (ওঁ উচ্চারণ: অ-উ-ম)।
- পবিত্র হওয়ার লক্ষ্যে মন্ত্রপাঠ করে মুখ ও দেহ শুদ্ধ করা।
- **মুখশুদ্ধি মন্ত্র:** আচমন পাত্র হতে সামান্য জল ডান হাতের তালুতে রেখে নিম্নোক্ত মন্ত্র বলে সেই জল হাতের ব্রহ্মতীর্থ দিয়ে মুখে স্পর্শ করাতে হবে-

  ওঁ বিষ্ণু! ওঁ বিষ্ণু। ওঁ বিষ্ণু!
- **দেহশুদ্ধি মন্ত্র:** আচমন পাত্র হতে সামান্য জল ডান হাতের তালুতে রেখে নিম্নোক্ত মন্ত্রটি পাঠ করে সেই জল সমস্ত শরীরে ছিটিয়ে দিতে হয়-

  ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রোবা সর্বাবস্থাং গতো অপিবা।
  যঃ স্মরেৎ পুন্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥
- **ভগবৎস্তুতি:**

  ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমের।
  ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিনং ত্বমেব ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব ॥
- অনুবাদ: তুমি আমার মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই বন্ধু, তুমিই সখা,তুমিই বিদ্যা, তুমিই ধনসম্পদ, হে দেবাদিপতি তুমিই আমার সব।

- **পিতৃস্তুতি:**

  পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম   পিতাহি পরমং তপঃ।
  পিতরি প্রীতিমাপন্নে   প্রিয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥

- **মাতৃ প্রণাম মন্ত্র:**

  যৎ প্রসাদাৎ জগৎদৃষ্টং   পূর্ণকামো যদাশীষা।
  প্রত্যক্ষ দেবতায়ৈ মে   তুভ্যং মাত্রে নমো নমঃ ॥

২। মূল মঙ্গলাচরণ:

- **গুরু প্রণাম মন্ত্র:**

  ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য   জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
  চক্ষুরুন্মীলিতং যেন   তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

- **বৈষ্ণব প্রণাম মন্ত্র:**

  বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ   কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
  পতিতানাং পাবনেভ্যো   বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

- **শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম মন্ত্র:**

  হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো   দীনবন্ধো জগৎপতে।
  গোপেশ গোপিকাকান্ত   রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে ॥

  অথবা

  ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায়   হরয়ে পরমাত্মনে।
  প্রণতঃ ক্লেশনাশায়   গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

- **হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র (তারকব্রহ্ম নাম):**

  হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ   কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
  হরে রাম হরে রাম   রাম রাম হরে হরে ॥

বিদ্র: শিক্ষক/শিক্ষার্থীর নেতৃত্বে সকলে সম্মিলিতভাবে নিত্য প্রণাম মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে মঙ্গলাচরণ তথা নিত্য প্রার্থনা সম্পন্ন করবেন।

বাণী সংকলন

১. সত্যই হলো ভগবান, সত্য সাধনাই হলো তপস্যা, জগতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ কাজ, তার মূলে সত্য। সত্যের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই।

-ব্যাসদেব

২. মেরেছিস কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দেবো না।

-নিত্যানন্দ অবধূত

৩. নরই সাক্ষাৎ নারায়ণ। নরের সেবা ব্যতীত নারায়ণের কৃপা হয় না।

-স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেব

৪. জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিনয়ী হয়।

-পি.সি. রায়

৫. যে জাতির দল নেই, সে জাতির বল নেই।

-হরিচাঁদ ঠাকুর

৬. খাও বা না খাও, ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দাও।

-হরিচাঁদ ঠাকুর

৭. শত্রু মিত্র যেই হউক বিপদে সাহায্য করিবে- পীড়ায় সেবা করিবে, শোকে সান্ত্বনা দিবে; পতিতকে ঘৃণা না করিয়া সৎপথে আনিতে চেষ্টা করিবে।

-স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেব

৮. ধার্মিক হতে চাইলে প্রতিদিন রাতে শোবার সময় প্রতিদিনের কর্মের হিসাব- নিকাশ করবি অর্থাৎ ভাল কর্ম কি করেছিস এবং মন্দ কর্ম কি করেছিস তা চিন্তা করে মন্দ কর্ম আর যাতে করতে না হয় সেজন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবি।

-শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী

৯. সব ধর্মের লোকে একজনকেই ডাকছে। কেউ বলছে ঈশ্বর, কেউ রাম, কেউ হরি, কেউ আল্লাহ, কেউ ব্রহ্ম। নাম আলাদা, কিন্তু বস্তু একই।

-শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

১০. 'ভক্তি' আপনার উন্নতির জন্য। যাহার ভক্তি নাই, তাহার চরিত্রের উন্নতি নাই।

-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১১. কোন কাজ তোমার ভেতরে যদি শুভ শক্তির উদ্রেক করে দেয়, তাই পুণ্য। আর যা তোমার শরীর ও মনকে দুর্বল করে দেয়, তাই পাপ।

-স্বামী বিবেকানন্দ

১২. মানুষের ভিতরে যে দেবত্ব, তারই প্রকাশ সাধনকে বলে ধর্ম।

-স্বামী বিবেকানন্দ

১৩. যে ব্যক্তি মুখে সাধু ও মিষ্টি কথা বলে, অথচ তদানুসারে কাজ করে না, তার সঙ্গ পরিত্যাগ কর।

-স্বামী বিবেকানন্দ

১৪. সতত হৃদয়ে সৎচিন্তা, সৎ ভাবনা ও সংকল্প পোষণ করিবে; যাহাতে মানসিক কু-বৃত্তিগুলি সংকুচিত হইয়া থাকে।

-স্বামী বিবেকানন্দ

১৫. এমনভাবে অধ্যয়ন করবে, যেন তুমি চিরজীবী। এমনভাবে জীবনযাপন করবে যেন মনে হয় তুমি আগামীকালই মারা যাবে।

-মহাত্মা গান্ধী

১৬. নাম মানুষকে বড় করে না, মানুষই নামকে জাঁকাইয়া তোলে।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭. অনাবশ্যক ব্যাপারে কখনো লিপ্ত হবে না।

-স্বামী দয়ানন্দ অবধূত

১৮. সর্বদা 'আত্মার' উন্নতির জন্য চেষ্টা করবে।

-স্বামী দয়ানন্দ অবধূত

১৯. একগুঁয়েমী ভালো কাজে ভালো, মন্দ কাজে নয়।

-শিবনাথ শাস্ত্রী

২০. ভালো কাজ সব সময় করো। বারবার করো। মনকে সব সময় ভালো কাজে নিমগ্ন রাখো। সদাচরণই স্বর্গসুখের পথ।

-গৌতম বুদ্ধ

২১. অলস মস্তিষ্ক কুচিন্তার সহজ আগার বা আশ্রয়স্থল।

-কেন

২২. আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি, তোদের বিশ্বাস নাই, কাজেই ফলও হয় না।

-শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী

২৩. মানুষ আপন টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধর।

-শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র

২৪. মহাপুরুষেরা ধর্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, আর আমরা তাহা হইতে সম্প্রদায়টাই লই, ধর্মটা লইনা।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫. ভাল চিন্তা করুন, কারণ আমাদের চিন্তা এক সময় প্রতিজ্ঞায় পরিণত হয়।

-মহাত্মা গান্ধী

২৬. আমার ধর্ম কোন ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নেই। আমার ধর্মের ভিত্তি হল ভালবাসা এবং অহিংসা।

-মহাত্মা গান্ধী

২৭. শান্ত হইলেই শান্তি পাওয়া যায়।

-বাম ঠাকুর

২৮. বাধার কথা শুনিস নি তুই, ইষ্টপানে চল, শতেক অভাব পূরণ হবে, বাড়বে বুকে বল।

-শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র

২৯. জপ ধ্যান করবে, সৎ সঙ্গে থাকবে, অহঙ্কারকে কিছুতেই মাথা তুলতে দেবে না।

-মা সারদা দেবী

৩০. যদি শান্তি চাও মা, কারও দোষ দেখ না, দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপন করে শিখ। কেউ পর নয়; মা, জগৎ তোমার।

-মা সারদা দেবী

৩১. মানুষ গুরু মন্ত্র দেয় কানে, জগৎ গুরু মন্ত্র দেয় প্রাণে।

-শ্রীশ্রী প্রভু জগবন্ধু সুন্দর

৩২. যত মত তত পথ।

-শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

৩৩. জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র জগতে আর কিছু নাই।

-শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

৩৪. ঈশ্বরকে যত চিন্তা করবে, ততই সংসারে সামান্য ভোগের জিনিসে আসক্তি কমবে।

-শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

৩৫. যে সত্য পথে চলে, কেউ তার কেশাগ্রও ছুঁতে পারে না, তোমরা সকলে মনে নিষ্ঠার সাথে হরিনাম করো, পবিত্রতার মধ্যে যাও।

-শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর

৩৬. সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ ভক্তে শ্রদ্ধা যদি হয়,
ভক্তি ফল প্রেম হয়, সংসার হয় ক্ষয়।

-শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

৩৭. মরণের সময়ে যিনি আমাকেই ভাবিতে ভাবিতে দেহ ত্যাগ করেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন সন্দেহ নেই।

-শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

৩৮. সমবেত উপসনার মাধ্যমেই খন্ড-বিখন্ড মানবজাতি এক হইবে।

-শ্রীশ্রী স্বরূপানন্দ

আসন

পদ্মাসন

সুখাসন

দৈনন্দিন নিত্যকর্ম ও আচার পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মন্ত্রসমূহ
(ওঁ উচ্চারণ করে মন্ত্র পাঠ শুরু করা উচিত)

১. সকল কাজ শুরু করার আগে বলতে হয় : ওঁ তৎ সৎ।

২. বাড়ি থেকে রওয়ানা দেওয়ার আগে বলতে হয় :
ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥
বা দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা!

৩. পিতৃস্তুতি :
ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতাঃ॥

৪. মাতৃ প্রণাম মন্ত্র :
ওঁ যৎ প্রসাদাৎ জগৎদৃষ্টং পূর্ণকামো যদাশীষা।
প্রত্যক্ষ দেবতায়ৈ মে তুভ্যং মাত্রে নমো নমঃ॥

৫. রাতে ঘুমানোর সময় বলতে হয় :
ওঁ শ্রী পদ্মনাভায় নমঃ।

৬. তুলসী গাছে জল প্রদান মন্ত্র :
ওঁ গোবিন্দ-বল্লভাং দেবীং ভক্ত-চৈতন্যকারিণীং।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তি-প্রদায়িনীং ॥

৭. তুলসী প্রদক্ষিণ মন্ত্র :

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মাহত্যাদি কানি চ।
তানি তানি প্রণশ্যন্তি প্রদক্ষিণ পদে পদে ॥

৮. তুলসী প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ বৃন্দায়ৈ তুলসী দেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তি প্রদে দেবী সত্যবত্যৈ নমো নমঃ॥

৯. বিল্বপত্র চয়ন মন্ত্র :

ওঁ পূণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মালুর শ্রীফল প্রভো।
মহেশ পূজানার্থায় ত্বৎপত্রাণি চিনোম্যহম্ ॥

টিকা-চক্রশূন্য, ছিদ্রহীন এবং বৃন্তযুক্ত ত্রিপত্র সমন্বিত বিল্বপত্র চয়ন করতে হবে।

১০. দুর্ব্বা চয়ন মন্ত্র :

ওঁ মহত্রপরমা দেবী শতমূলা শতাঙ্কুরা।
সর্ব্বং হরতু মে পাপং দুর্ব্বা দুঃস্বপ্ননাশিনী॥

১১. তুলসী পাতা চয়ন মন্ত্র :

ওঁ তুলস্য মৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভেনে ॥

বিঃদ্রঃ দ্বাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, রাত্রিকাল, সায়ংকাল ও সংক্রান্তি দিবসে তুলসীপত্র চয়ন করা যাবে না।

১২. ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসে মন্ত্র পাঠ :

ব্রহ্মা মুরারি ত্রিপুরান্তকারী,
ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্র শনি রাহু কেতবঃ,
কুর্বন্তু সর্বে মম সুপ্রভাতম্ ॥

অর্থঃ ব্রহ্মা, মুরারি (বিষ্ণু), ত্রিপুরান্তকারী (শিব), সূর্য, চন্দ্র, বুধ, গুরু, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু- সকলে আমার প্রভাতটি সুন্দর করুন। অতঃপর ভূমি স্পর্শ করে নিম্ন মন্ত্র বলুন-

ওঁ প্রিয়দত্তায়ৈ ভূম্যৈ নমঃ ॥

অর্থঃ স্নেহময়ী ও সহিষ্ণুতার প্রতীক ভূমিকে প্রণাম করি।

১৩. জলশুদ্ধি মন্ত্র :

জল পান করা বা কোন সুকাজে জল ব্যবহার পূর্বে নিম্ন মন্ত্রে শুদ্ধ করে নিতে হয়-

ওঁ আপো জ্যোতিঃ রসঃ অমৃতম্ ব্রহ্ম ভূঃ ভুবঃ স্বরোম।

অর্থঃ হে পরমেশ্বর! এই জল জ্যোতি স্বরূপ, এই জলই রস (আনন্দ) স্বরূপ এবং অমৃত ব্রহ্ম স্বরূপ। এই জল স্থুল, শুক্ষ ও অতিসূক্ষ্ম জগৎ স্বরূপ।

১৪. স্নান মন্ত্র :

ওঁ কুরুক্ষেত্র গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করিণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্তিহ
অর্থঃ প্রভু! পবিত্র কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস ও পুষ্কর তীর্থের পুণ্য সকল এ স্নানের সময় লাভ হউক।

১৫. খাদ্য গ্রহণ মন্ত্র :

ওঁ অন্নপতেঽন্নস্য নো দেহ্যনমীবস্য শুষ্মিনঃ।
প্র-প্রদাতারং তারিষ উর্জং নো দেহী দ্বিপদে চতুষ্পদে ॥
অর্থঃ হে অন্নদাতা প্রভু! তোমার করুণাময় এই অন্ন আমাদের রোগনাশক ও পুষ্টিবর্ধক হোক। জগতে অন্ন দানকারীদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি হোক। সকল দ্বিপদী ও চতুষ্পদী প্রাণী অন্নপ্রাপ্য হোক।
অথবা, ওঁ শ্রী জনার্দ্দনায় নমঃ।

১৬. কারো সুসংবাদ এর মন্ত্র :

ওঁ য একবর্ণ বহুধা শক্তি যোগাদ, বর্ণান্ অনেকান নিহিতার্থে দধ্যাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

অর্থঃ যিনি নিরাকার প্রয়োজনে বহুরূপ ধারণ করেন, আদিতে বিশ্ব যা হতে উদ্ভূত এবং অন্তে বিশ্ব যাতে লীন হয়ে যায় সেই পরম দেবতা আমাদের শুভবুদ্ধি প্রদান করুন। অথবা- হরিবল! হরিবল! হরিবল!

১৭. জন্মসংবাদ শুনলে মন্ত্র :

কারো জন্ম সংবাদ শুনলে ৩ (তিন) বার বলতে হয়ঃ

ওঁ আয়ুষ্মান্ ভবঃ।

১৮. দুঃসংবাদ শুনলে মন্ত্র :

কারো দুঃসংবাদ শুনার সঙ্গে সঙ্গে বলতে হয়-

ওঁ আপদং অপবাদশ্চ অপসরঃ।

১৯. মৃত্যু সংবাদ শুনলে মন্ত্র :

মৃত্যু সংবাদ শুনলে সঙ্গে সঙ্গে বলতে হয়ঃ

ওঁ তস্য আত্মানস্য সদগতি ভবঃ।

অথবা

ওঁ দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু।

অথবা (দহেয়ং সর্বগাত্রানি)

২০. শয়ন মন্ত্র :

রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে বা শয়নকালে বিছানায় বসে নিম্ন মন্ত্র পাঠ করতে হয়;

ওঁ যজ্জাগ্রতো দূর মুদৈতি দৈব্যং তদুসুপ্তস্য।
তম্মে মনঃ শিব সংকল্প মস্ত॥

অর্থ: পরমাত্মন! দিব্য শক্তিসম্পন্ন মন জাগ্রত অবস্থায় ও নিদ্রাবস্থায় উভয় সময়ে চঞ্চলা। ইন্দ্রিয় শক্তিরূপী জ্যোতিসমূহের মধ্যে অন্যতম জ্যোতি আমার মন শুভ সংকল্প যুক্ত হউক।

২১. গুরু প্রণাম মন্ত্রঃ

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অথবা

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ॥

২২. স্নান করার আগে মন্ত্রঃ

স্নানের পূর্বে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করে জলে তীর্থ আহ্বানপূর্বক স্নান করতে হবে।

ওঁ গঙ্গে চ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতী।
নর্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

২৩. বই পড়ার আগে মন্ত্রঃ

দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করে পড়া শুরু করতে হবে।
ওঁ সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশলাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে॥

২৪. একাদশী পারণের মন্ত্র :
প্রাতঃস্নাত্মা হরিং পূজ্য উপবাসং সমর্পয়েৎ।
পারণন্তু ততঃ কুর্য্যাদ্ব্রত সিদ্ধ্যৈ হরিং স্মরন্॥
প্রাতঃস্নান করে একটু জল হাতে নিয়ে
ওঁ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য ব্রতনানেন কেশব।
প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টি প্রদো ভব॥

-পাঠপূর্বক জল পান করতে হয়। এরপর স্বাভাবিক খাবার গ্রহণ করে একাদশীর পারণ করার বিধান।

২৫. ভাই ফোঁটার সময় বলতে হয় :

ভাই এর কপালে দিলাম ফোঁটা,

যমের দুয়ারে পরলো কাঁটা।

যমুনা দেন যমকে ফোঁটা,

আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা।

ভাবার্থ- ভাইফোঁটা হচ্ছে ভাইবোনের মধুর সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ। অগ্রহায়ণ মাসের ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া তিথিতে বোন ভাই এর দীর্ঘজীবন কামনা করে ভ্রাতৃললাটে তিলকের ফোঁটা দেয়।

২৬. বিপদকালে বলতে হয় :

ওঁ মধুসুদনায় নমঃ! ওঁ মধুসুদনায় নমঃ! ও মধুসুদনায় নমঃ!

২৭. গৃহে প্রবেশকালে বলতে হয় :

ওঁ বাস্তু পুরুষায় নমঃ।

২৮. শৌচাগারে প্রবেশকালে বলতে হয় :

ওঁ আজ্ঞা কুরু বসুন্ধরা।

২৯. কোন কারণে ভীত হলে বলতে হয় :

রাম! রাম! রাম!

অথবা

ওঁ বিষ্ণু! ওঁ বিষ্ণু! ওঁ বিষ্ণু!

৩০. কারো কুকর্ম, নিন্দা, মিথ্যা, কারো সম্পর্কে কুৎসা, শুনলে বলতে হয় :

রাম! রাম! রাম!

অথবা

ওঁ বিষ্ণু! ওঁ বিষ্ণু! ওঁ বিষ্ণু!

৩১. বাড়ী থেকে পদব্রজে গমনকালে বলতে হয় :

কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব ত্রাহি মাং।
রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম রাঘব রক্ষ মাং॥

৩২. যানবাহনে আরোহনকালে বলতে হয় :

ওঁ নারায়ণ! ওঁ নারায়ণ! ওঁ নারায়ণ!

৩৩. প্রবাসে যাওয়ার সময় বলতে হয় :

ওঁ ত্রিবিক্রম! ওঁ ত্রিবিক্রম! ওঁ ত্রিবিক্রম!

৩৪. ঔষধ সেবনকালে বলতে হয় :

ওঁ বিষ্ণু! ওঁ বিষ্ণু! ওঁ বিষ্ণু!

৩৫. রোগে আক্রান্ত হলে বলতে হয় :

ওঁ প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর।
আধি-ব্যাধি ভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো॥

৩৬. যুদ্ধকালে বলতে হয় :

ওঁ চক্রধর! ওঁ চক্রধর! ওঁ চক্রধর!

৩৭. মৃত্যুকালে বলতে হয় :

ওঁ নারায়ণ! ওঁ নারায়ণ! ওঁ নারায়ণ!

৩৮. বনপথে গমনকালে বলতে হয় :

ওঁ নৃসিংহদেব! ওঁ নৃসিংহদেব! ওঁ নৃসিংহদেব!

৩৯. অগ্নি ভয়ে বা আগুনের ভয়ের সময় বলতে হয় :

ওঁ জলাশায়িনম! ওঁ জলাশায়িনম! ওঁ জলাশায়িনম!

৪০. বিবাহকালে বলতে হয় :

ওঁ প্রজাপতে! ওঁ প্রজাপতে! ওঁ প্রজাপতে!

৪১. পর্বতে গমনকালে বলতে হয় :

ওঁ রঘুনন্দনম্! ওঁ রঘুনন্দনম্! ওঁ রঘুনন্দনম্!

৪২. কোন ব্যক্তির সাথে দেখা হলে বলতে হয় :

দুই হাত জোড় করে বুকের কাছে হাত নিয়ে এসে "নমস্কার" অথবা "হরে কৃষ্ণ"।

৪৩. সর্বকার্যে বলতে হয় :

ওঁ তৎসৎ

অথবা

ওঁ মাধব! ওঁ মাধব! ওঁ মাধব।

৪৪. পবিত্র হওয়া :

ক. দুই হাত ভাল করে ধৌত করা।

খ. দুই পা ভাল করে ধৌত করা।

গ. মুখমন্ডল ধৌত করা।

ঘ. মুখের ভিতর জল দিয়ে কুলকুচি করা, নাসা অভ্যন্তর, কর্ণ বাহ্য-অভ্যন্তর।

ঙ. মাথার উপর জল ছিটিয়ে তিন বার বলতে হবে-

ওঁ বিষ্ণু ! ওঁ বিষ্ণু ! ওঁ বিষ্ণু !

বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রণাম মন্ত্র

(ওঁ উচ্চারণ করে মন্ত্র পাঠ শুরু করা উচিত)

১. শ্রীশ্রী ব্রহ্মার প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ চতুর্বদন-সম্ভূত চতুর্বেদ কুটুম্বিনে।
দ্বিজানুষ্ঠেয় সৎকর্মসাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ।।

২. শ্রীশ্রী বিষ্ণুর প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ ত্রৈলোক্য পূজিতে শ্রীমন্ সদা বিজয়বর্দ্ধন।
শান্তিং কুরু গদাপাণে নারায়ণং নমোহস্তুতে।।

৩. শ্রীশ্রী শিবের প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃপরমেশ্বরঃ।।

৪. শ্রীশ্রী দুর্গাদেবীর প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে।।

৫. শ্রীশ্রী সরস্বতী দেবীর প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তুতে।।

৬. শ্রীশ্রী লক্ষ্মী দেবীর প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্বতঃ পাহি মাং দেবী মহালক্ষ্মী নমোহস্তুতে।।

৭. শ্রীশ্রী কার্ত্তিকের প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ কার্ত্তিকেয় মহাভাগে গৌরিহৃদয়নন্দন।
কুমার রক্ষ মাং দেব দৈত্যার্দ্দিন নমোঽস্তুতে।।

৮. শ্রীশ্রী গনেশের প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজাননম্।
বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্॥

৯. শ্রীশ্রী কালী মায়ের প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ কালী কালী মহাকালী কালীকে পাপহরিণী।
সর্বপাপ হরে কালী জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে।।

১০. শ্রীশ্রী বিশ্বকর্মার প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ দেবশিল্পিন্ মহাভাগ দেবানাং কার্যসাধকঃ।
বিশ্বকর্মণ্ নমস্তুভ্যং সর্বাভীষ্টপ্রদায়কঃ॥

১১. শ্রীশ্রী শনি দেবের প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূতমহাগ্রহম।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং ত্বং নমামি শনৈশ্চরম্॥

১২. শ্রীশ্রী সূর্য প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

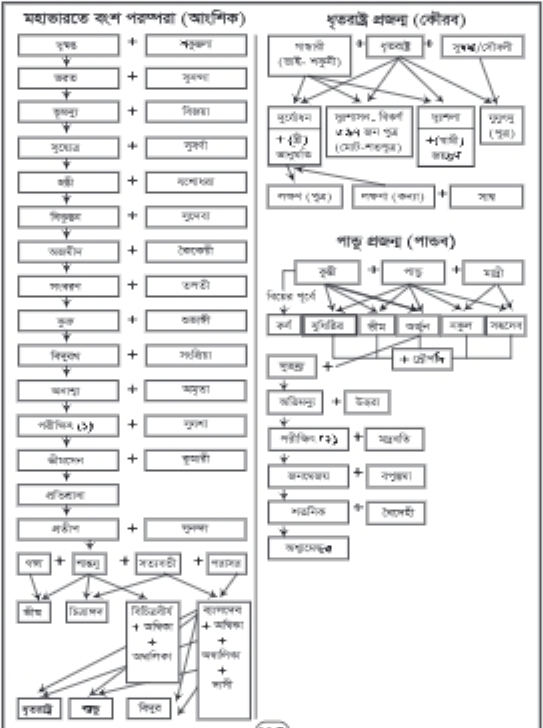
মহাভারতের বংশ পরম্পরা (আংশিক)
দুষ্মন্ত
শকুন্তলা
ভরত
সুনন্দা
ভুমন্যু
বিজয়া
সুহোত্র
সুবর্ণা
হস্তী
যশোধরা
বিকুণ্ঠন
সুদেবা
অজমীঢ়
কৈকেয়ী
সংবরণ
তপতী
কুরু
শুভাঙ্গী
বিদূরথ
সংপ্রিয়া
অনশ্বা
অমৃতা
পরীক্ষিৎ (১)
সুযশা
ভীমসেন
কুমারী
প্রতিশ্রবা
প্রতীপ
সুনন্দা
গঙ্গা
শান্তনু
সত্যবতী
পরাশর
ভীষ্ম
চিত্রাঙ্গদ
বিচিত্রবীর্য
+ অম্বিকা
+
অম্বালিকা
ব্যাসদেব
+ অম্বিকা
+
অম্বালিকা
+
দাসী
ধৃতরাষ্ট্র
পান্ডু
বিদুর
ধৃতরাষ্ট্র প্রজন্ম (কৌরব)
গান্ধারী
(ভাই- শকুনী)
ধৃতরাষ্ট্র
সুখদা/সৌবলী
দুর্যোধন
+ (স্ত্রী)
ভানুমতি
দুঃশাসন, বিকর্ণ
ও ৯৭ জন পুত্র
(মোট-শতপুত্র)
দুঃশলা
+(স্বামী)
জয়দ্রথ
যুযুৎসু
(পুত্র)
লক্ষণ (পুত্র)
লক্ষণা (কন্যা)
সাম্ব
পান্ডু প্রজন্ম (পান্ডব)
কুন্তী
পান্ডু
মাদ্রী
বিয়ের পূর্বে
কর্ণ
যুধিষ্ঠির
ভীম
অর্জুন
নকুল
সহদেব
+ দ্রৌপদী
সুভদ্রা
অভিমন্যু
উত্তরা
পরীক্ষিৎ (২)
মদ্রবতী
জনমেজয়
বপুষ্টমা
শতানিক
বৈদেহী
অশ্বমেধদত্ত

শিক্ষা-ধর্ম- নৈতিকতা
মশিগশি প্রকল্পের সারকথা

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক
প্রকল্পের কুষ্টিয়া জেলার একটি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু কেন্দ্র

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার